NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রেলই উন্নয়নের চালিকা শক্তি, ভোটের মুখে বাংলায় তিন অমৃতের সূচনা

সিঙ্গুর শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ: শমীক ২

কলকাতা ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ ৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.01.2026, Vol.19, Issue No. 219, 8 Pages, Price 3.00

অপারেশন সিঙ্গুর

সিঙ্গুরের সভামঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বিদ্যাসাগরের ছবি তুলে দিচ্ছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঞ্চে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

‘আইনের শাসনেই আসবে বিনিয়োগ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে রাজনীতির সুর আরও চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদার পর সিঙ্গুরেও তাঁর কণ্ঠে একই বার্তা, ‘পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।’ সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এখানে সবাই একটাই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছেন, আসল পরিবর্তন।’ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, ‘বাংলার ১৫ বছরের মহাজঙ্গল রাজ থেকে মুক্তি চাইছে মানুষ।’

সরকারি অনুষ্ঠানে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করে মোদী জানান, ‘বিকশিত ভারত গড়তে হলে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।’ সেই লক্ষ্যেই পরপর কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কলকাতা বন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজ্যের অর্থনীতিতে।’ রবিবার রাজ্য সফরে এসে অসম থেকে কলকাতায় পৌঁছে হেলিকপ্টারে সিঙ্গুর যান মোদী। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল ও বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। মোদীর বক্তব্যে স্পষ্ট, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের রূপরেখাতেই তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছেন।

এদিন সিঙ্গুরের জনসভা থেকে নারী সুরক্ষা ও সুশাসনের প্রশ্নে আক্রমণাত্মক সুরে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, ‘বাংলায় তৃণমূলের জঙ্গলরাজ শেষ হওয়া জরুরি, সুশাসনের সরকার গঠন এখন সময়ের দাবি।’ তিনি বলেন, সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখানো পথেই চলতে হবে, যেখানে নারী ও তরুণরাই ছিল পরিবর্তনের মূল শক্তি।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘বর্তমান শাসনে বাংলার মেয়েরা নিরাপদ নন, শিক্ষা ব্যবস্থাও মাফিয়াদের কবলে।’ তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে রাজ্যের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থাকবে। তাই তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘বিজেপিকে দেওয়া একটিমাত্র ভোটই হিংসা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত বার্তা দেবে।’

মোদী কি গ্যারান্টি

বিজেপি সরকারের হাত ধরেই বিনিয়োগ আসবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, এটাই মোদী কি গ্যারান্টি।

সভায় বাংলার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মোদী। তিনি বলেন, ‘নদী, উর্বর জমি, প্রতিভা, সবই আছে।’ বিজেপি সরকার এলে প্রতিটি জেলার বিশেষ পণ্যকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের পথে এগোনো হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

পাশাপাশি, এদিন বাংলার শিল্প ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বক্তব্য, ‘আইন-শৃঙ্খলা ঠিক না থাকলে কোনও শিল্পপতি বিনিয়োগে আসবেন না।’ প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বর্তমানে বাংলা কার্যত ‘মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে’ পরিণত হয়েছে, যেখানে সাধারণ ব্যবসা করতেও সিন্ডিকেটের চাপের মুখে পড়তে হয়।

মোদীর দাবি, ‘এখানে প্রতিটি কাজেই আলাদা করে সিন্ডিকেট ট্যাক্স দিতে হয়’, যার ফলে শিল্পের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও মুখ থুবড়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতির বদল ঘটানোর আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাফিয়াবাদ উপড়ে ফেলা হবে।’

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, শক্ত হাতে শাসন প্রতিষ্ঠা হলেই বাংলায় ফের শিল্পের দরজা খুলবে। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ‘বিজেপি সরকারের হাত ধরেই বিনিয়োগ আসবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, এটাই মোদী কি গ্যারান্টি।’ তাঁর বক্তব্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গঠনের প্রতিশ্রুতির সুরই ছিল সবচেয়ে বলিষ্ঠ।

ফিরেছে শিল্প, তির মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুরে রবিবারের সভা থেকে রাজ্য তথা সিঙ্গুরের শিল্পর কঙ্কালসার চেহারা যে ভাবে বারংবার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠে এসেছে, তাকে কটাক্ষ করে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন ‘সিঙ্গুর মিথ্যাবাদীদের মেনে নেয় না।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবি যে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ আসে না, তা শুধুই তথ্য বিকৃতিই নয়, বঙ্গের মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা।

মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গুর আবার শিল্পমানচিত্রে ফিরে এসেছে। মা-মাটি-মানুষ সরকারের নেতৃত্বে ১১.৩৫ একর জমিতে ৫০০ কোটি টাকার অত্যাধুনিক ওয়্যারহাউস প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এটি ই-কমার্স জায়ান্টদের, যেমন অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট, লজিস্টিক সুবিধা শক্তিশালী করবে।

স্থানীয় যুবসমাজের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা শুধু শিল্প ফিরিয়ে আনছি না, আমরা স্বপ্নের সিঙ্গুর গড়ছি।’ এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে এবং বিনিয়োগের জন্য রাজ্যকে আকর্ষণীয় করবে। সিঙ্গুরের বর্তমান উন্নয়ন তুলে ধরে সরকার বার্তা দিল, মিথ্যা দাবি বা রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা কখনও বাস্তবতার প্রতিফলন হতে পারে না। প্রকল্পের অনুমোদন প্রমাণ করে, বিনিয়োগ বন্ধ নয়, বরং সিঙ্গুরের জায়গা এখন নতুন শিল্প শক্তির কেন্দ্রে।

বাঙালি অস্মিতায় শান মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পালাবদলের মাটি সিঙ্গুরে পা মোদীর। আর সেখানে দাঁড়িয়ে দিলেন পরিবর্তনের ডাক। বাঙালি অস্মিতায় শানও দিলেন তিনি। এসআইআর আবহে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ঘাড়ে ঠেলে দিলেন মোদী।

বারবার বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ও বাঙালিকে বঞ্চনার অভিযোগ ওঠে। সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার ইস্যুতে সরব গোটা বাংলা। এই পরিস্থিতিতে সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে জোর গলায় মোদী দাবি করলেন, বিজেপির মতো করে বাংলাকে সম্মান কেউ করে না। তাঁর দাবি, ‘বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিও আমাদের সরকারের আমলেই হয়েছে। বিজেপি দিল্লিতে সরকার গঠনের পরই তা হয়েছে। এর ফলে বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণায় আরও গতি আসবে। বিজেপি সরকারের উদ্যোগেই দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো কালচারাল হেরিটেজের স্বীকৃতি দিয়েছে।’

সভায় জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরম প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেন মোদী। তিনি বলেন, ‘বন্দেমাতরমের দেড়শো বছর পূর্তি দেশজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে, সংসদেও তার গৌরবগাথা আলোচিত হয়েছে।’ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে হুগলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব। প্রধানমন্ত্রী জানান, ‘বন্দেমাতরমের সঙ্গে হুগলির সম্পর্ক অনন্য, কারণ এখানেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটি সম্পূর্ণ করেছিলেন।’ মোদীর বক্তব্যে বারবারই উঠে আসে বাংলার ভাষা, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় বিজেপির অবদানের দাবি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপিকে অ-বাঙালিদের দল হিসাবে দাগিয়ে দেন অনেকেই। সে কারণেই বাংলার মন জিততে ভাষা, দুর্গাপুজোর মতো বাঙালি আবেগকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর মোদী।

কেন্দ্রীয় ‘বঞ্চনা’র প্রতিবাদ জমিরক্ষা কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চ যখন রাজনৈতিক ভাষণে মুখর, ঠিক তখনই অদূরে অন্য ছবি। পোস্টার হাতে রাস্তায় নেমে এলেন কৃষক ও শ্রমিকরা। জমি রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে উঠল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ। ১০০ দিনের কাজের মজুরি থেকে আবাস যোজনার টাকা, মানুষের প্রাপ্য কেন আটকে, সেই প্রশ্নে মোদীকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হল।

বিক্ষোভকারীদের একটাই দাবি, ‘আমাদের হক চাই, প্রতিশ্রুতি নয়।’ সভা চলাকালীন ‘গো ব্যাক’ স্লোগানে খানিকটা হলেও ছন্দপতন ঘটে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে। সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া, রতনপুর-সহ একাধিক এলাকায় সকাল থেকেই প্রতিবাদের পোস্টারে ভরে গিয়েছিল রাস্তা। রাজ্যের জমি আন্দোলনের স্মৃতিবাহী এই সিঙ্গুরেই ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন কৃষকরা। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, ‘ডবল ইঞ্জিনের কথা বললেও বাস্তবে মানুষ শুধু বঞ্চনাই পেয়েছে।’ ১০০ দিনের টাকা থেকে আবাস যোজনা , আমজনতার প্রাপ্য বকেয়া কেন আটকে রেখেছে কেন্দ্র? এই প্রশ্ন তুলে নরেন্দ্র মোদির জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে এই বিক্ষোভে।

আসলে রাজ্যের কৃষি বিপ্লবের ইতিহাসে সিঙ্গুর একটা বড় অধ্যায়। বাম আমলে শিল্প বিস্তারের স্বপ্ন নিয়ে এই সিঙ্গুরেই টাটা গোষ্ঠীর হাত ধরে গাড়ি কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার জন্য সিঙ্গুরের ফলনশীল কৃষিজমি কৃষকদের হাত থেকে কেড়ে কার্যত ‘ভিলেন’ হয়ে যান তিনি। নিজেদের জমি রক্ষায় বড়সড় আন্দোলনে নামেন কৃষকরা, যা বদলে দিয়েছিল রাজ্যের জমি আন্দোলনের ইতিহাস। নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধ ফ্ল্যাটে দম্পতির নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে মহেশতলায় ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এলাকারই একটি ফ্ল্যাট থেকে স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে মহেশতলা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়ি ফুট এলাকায়। তন্ময় দে-র (৫২) পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী রুমা রক্ষিতেরও (৪৭) দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে দেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকালে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ফোনে না পাওয়ায় সন্দেহ দানা বাঁধে। তাঁরাই ছুটে আসেন ফ্ল্যাটে। কিন্তু দেখা যায় দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলেনি। শেষ পর্যন্ত লাগাতার দরজায় ধাক্কাও দেওয়া হয়। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ মেলেনি।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। দেখা যায়, শোওয়ার ঘরে খাটের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল ঘুমের ওষুধের একাধিক খালি বাক্স। তড়িঘড়ি দুজনকে উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করার পর দু-জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাংলার মানুষকে শাস্তি দিয়ে বদল চাইছেন মোদী, তোপ অভিষেকের

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

বাংলার মানুষকে শাস্তি দিয়ে বাংলায় পরিবর্তন আনতে চাইছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নদিয়ার চাপড়ায় রোড শো তে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এমনই মন্তব্য করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার চাপড়া ইনসাফ ক্লাবের মাঠ থেকে শ্রীনগর মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর নিজের গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েই বক্তব্য শুরু করেন অভিষেক। বক্তব্য দিতে গিয়ে আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

অভিষেক বলেন, ১০০ দিনের কাজ, মাথার ছাদ, জল এবং মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী চান বাংলা যাতে আপনার কাছে বশ্যতা স্বীকার, মেরুদণ্ড বিক্রি করে, মাথা নিচু করে। কিন্তু বাংলা পাল্টাবে না বলেই দাবি অভিষেকের। এদিন কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, আগে জয় শ্রীরাম বলে ভাষণ শুরু করতেন। আর এখন আপনাদের জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। বাংলা পাল্টাবে না পাল্টেছেন আপনারা। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় যেকোনো ভাবে বিজেপির উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসতে বলেন। পরিসংখ্যান আর তথ্যের নিরিখে তিনি লড়াই করতে প্রস্তুত বলে হুংকার ছাড়েন।

অন্যদিকে, এসআইআরে সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে বিজেপি ও কমিশনকে দোষারোপ করেন অভিষেক। এদিন কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলায় রোড শো করতে এসে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলায় ৮-০ করার ডাক দেন তিনি বাকিটা রাজ্যে বিজেপিকে ৫০ এ নামিয়ে আনার দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেন। এদিন অভিষেকের রোড শোতে জন জোয়ার লক্ষ্য করা যায় চাপড়ায়। এদিনে ঝাঁঝালো বক্তৃতা থেকে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলায় বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে কি কি দুর্নীতি হয়েছিল তার সবিস্তার ব্যাখ্যা দেন তিনি।

শান্ত বেলডাঙায় রুটমার্চ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ৪৮ ঘণ্টা অশান্তির পর রবিবারের দুপুরে কিছুটা ছন্দে ফিরল মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ জনপদ। রবিবার দুপুরেও বেলডাঙা এলাকায় রুট মার্চে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। নতুন করে অশান্তির খবর মেলেনি। স্বাভাবিক হয়েছে ট্রেন চলাচল। দুপুর থেকে বাস চলাচলও ঠিক ভাবে চলছে।

গত শুক্রবার সকাল থেকে পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেওয়া বেলডাঙা। অভিযোগ, পেশায় ফেরিওয়ালা আলাউদ্দিনকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ভাড়াবাড়িতে। তার পর ভাঙচুর চলেছে পুলিশের গাড়িতে। দু'দিনে জখম হয়েছেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। শনিবার অশান্তিতে ইন্ধন দেওয়া এবং ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করার পর ধীরে ধীরে শান্ত হয়েছে বেলডাঙা।

বেলডাঙার পাশাপাশি রেজিনগরের বাজারগুলিতে দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং নতুন করে যাতে গোলমাল না-হয়, সে দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। মোড়ে মোড়ে পুলিশি টহলদারি চলছে। জেলা পুলিশ সুপার বলেন, ‘পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। আমাদের নজরদারি অব্যাহত থাকবে।’

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড়ুয়া মোড়, ছাপাখানা মোড়, পাঁচরাহা মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে দফায় দফায় রুট মার্চ করছে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ নিজে

এলাকা পরিদর্শন করেছেন। কোথাও কোনও জমায়েত দেখলেই তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে, গত দু'দিন ধরে রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত ছিল। রবিবার তা-ও স্বাভাবিক হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার আপ ও ডাউন লাইনে সমস্ত ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে চলছে।

একই ছবি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কেও। সেখানে এখন কোনও অবরোধ নেই, বিক্ষোভ নেই। যান চলাচল স্বাভাবিক। মানুষজন বাজারে বেরোচ্ছেন। বড়ুয়া মোড় থেকে বহরমপুরগামী অটো এবং ট্রেকার চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তিতে নিত্যযাত্রীরা। বেলডাঙার এসডিপিও উত্তম গড়াই জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও সমাজমাধ্যমের ভিডিও দেখে আরও বেশ কিছু অভিযুক্তকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তা ছাড়া আগে যাঁদের ধরা হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার মতো একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তিনি বলেন, ‘দলমত নির্বিশেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।’

ইরানে মৃতের সংখ্যা ১৬ হাজার পার?

তেহরান, ১৮ জানুয়ারি: মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টাইমস’ সম্প্রতি কথা বলেছেন ইরানের বহু চিকিৎসকে সঙ্গে। এরপরই তারা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইরানে মৃতের হয়েছে অন্তত ১৬ হাজার ৫০০। আহত হয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই দাবি করেছেন, দেশে গণবিক্ষোভের জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১ হাজার মানুষের। কিন্তু সংখ্যাটা আসলে ১৬ হাজারেরও বেশি! পাশাপাশি,

রিপোর্টে বর্ণনা করা হয়েছে খামেনেইয়ের ভয়াবহ দমননীতির কথা।

ইরানে মূল্যবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, কট্টরপন্থী ধর্মীয় শাসনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল, বিক্ষোভ রুখতে হিংসাত্মক দমন-পীড়ন চালাচ্ছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। নির্বিচারে চালানো হচ্ছে গুলি। সম্প্রতি আমেরিকার মানবাধিকার সংগঠনের সংবাদসংস্থা (এইচআরএএনএ) দাবি করেছিল, উত্তাল ইরানের মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন হাজার। কিন্তু এবার প্রকাশ্যে এল নয়া রিপোর্ট, যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক মহল।

আমির পারাস্তা নামে এক ইরানি চিকিৎসক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিক্ষোভ দমাতে প্রাথমিকভাবে রবার বুলেট ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন খামেনেইয়ের নির্দেশে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী নাগরিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করছে। দেখা মাত্রই আন্দোলনকারীদের মাথায় গুলি করছে তারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া //
১৯৯৪ সালের ১৫৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা ।
আব্দুল জব্বার মলিক দীং .... বাদী
(বনাম)
নূরুন্নেসা বিবি ওরফে টগর দীং ...... বিবাদী

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে- জেলা-হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত ভিটাসিন গ্রাম ও পোঃ অফিসের অন্তর্ভুক্ত বাসিন্দা সেখ সামসুল হকের কন্যা **জেসমিন সুলতানার** ও জেলা-হুগলীর, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, রোসনা পোস্ট অফিসের অন্তর্গত, দেলুয়াগাছি সাকিমের বাসিন্দা সেখ সাহাদ্দাদ হোসেনের স্ত্রী **রেহেনা সুলতানা** ও সেখ সামসুল হকের পুত্র **সেখ সাদ্দাম** কে জানানো যাইতেছে যে- জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত, চুঁচুড়ায় জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত মহানাদ বেজপাড়া সাকিম এর বাসিন্দা **সামসুন্নেছা** বিবি স্বামী -মৃত কুদ্দুস মল্লিক, **দিলওয়ারা বেগম, জাহানারা বেগম**, উভয়ের পিতা- মরহুম কুদ্দুস মল্লিক, **আলমগীর মল্লিক**, পিতা- মৃত কুদ্দুস মল্লিক, **আব্দুল কাসেম মল্লিক**, পিতা- মরহুম আনোয়ার আলি মল্লিক, **আব্দুল জব্বার মল্লিক**, পিতা-মরহুম আব্দুল করিম মল্লিক, এবং **সাহিনা শেখ**, স্বামী-সেখ আমিনূর, সাং- সারাংপুর হাবাসপুর জেলা- পশ্চিম বর্ধমান এবং জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত মহানাদ বেজপাড়া সাকিমের বাসিন্দা **আব্দুল রহিম মল্লিক, জয়নাল আবেদিন মল্লিক**, উভয়ের পিতা-মরহুম আনোয়ার আলি মল্লিক এবং জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত মহানাদ বেজপাড়া সাকিমের বাসিন্দা **আলাউদ্দিন মল্লিক, আব্বাস উদ্দিন মল্লিক, নূর উদ্দিন মল্লিক, গিয়াসুদ্দিন মল্লিক** তিনজনের পিতা- মরহুম আনোয়ার আলি মল্লিক এবং জেলা-হুগলীর পোলবা থানার অন্তর্গত সুদর্শন সাকিমের বাসিন্দা সেখ সুলতানের স্ত্রী **মোসাম্মত আকলেমা খাতুন**, জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা-মহানাদ, বেজপাড়া, জে.এল নং-১১৯, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৬২ :-

১) ৯৪ দাগে ভিটি ১৲ আনায় ০৬ শতক। ২) ৯৬ দাগে শুনা ১৲ আনায় ২৯ শতক। ৩) ১১৫ দাগে শুনা ষোল আনায় ১৩ শতক । ৪) ১৪০ দাগে শালি ষোল আনায় ৭১ শতক। ৫) ২৫২ দাগে ভিটি ষোল আনায়- ৪৪ শতক । ৬) ২৬০ দাগে ভিটি ষোল আনায়-১৯ শতক । ৭) ২৭৭ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ১১ শতক। ৮) ২৭৬ দাগে বাস্তু ষোল আনায় - ৪১ শতক। ৯) ৭৭১ দাগে শালি ষোল আনায় ১৫ শতক। ১০) ৯২৪ দাগে শালি ষোল আনায়- ০৪ শতক। ১১) ৯৭৬ দাগে ডাঙ্গা ষোল আনায় - ০২ শতক। ১২) ১০১১ নং দাগে শালি ষোল আনায়-০৯ শতক। ১৩) ১০১২ নং দাগে শুনা ষোল আনায়- ০৩ শতক । ১৪) ১০১৪ নং দাগে শুনা ষোল আনায়- ০৩ শতক। ১৫) ১০১৮ নং দাগে শালি ষোল আনায় ২৬ শতক। ১৬) ১০২৩ নং দাগে শালি ষোল আনায়- ২৫ শতক। ১৭) ১০৬৬ নং দাগের শালি ষোল আনায় ১২ শতক । ১৮) ১১২৭ নং দাগের শালি ষোল আনায় ৫৯ শতক। ১৯) ১১৫৯ নং দাগের শালি ষোল আনায় ২৪ শতক। ২০) ১২৪৪ নং দাগের শালি ষোল আনায়- ৪০ শতক। ২১) ১০৫৮ নং দাগের শালি ষোল আনায়- ০২ শতক।

২) ঐ জেলা, ঐ থানা, ঐ মৌজা- ৪১৬/১ নং খতিয়ানভুক্ত :-
২২) ১০২৬ নং দাগের শালি ষোল আনায়- ৩৭ শতক। ২৩) ১০২৮ নং দাগের শালি ষোল আনায়- ১৮শতক। ২৪) ১২৯৫ নং দাগের শালি ষোল আনায় ৬২ শতক।

৩) ঐ জেলা- ঐ থানা, ঐমৌজার ১৬৩ নং খতিয়ানে -
২৫) ১২১১ নং দাগের শালি ষোল আনায় ২৫ শতক। ২৬) ১৫৫৮ নং দাগের শালি ষোল আনায় ০৯ শতক। ২৭) ১৫৬১ নং দাগের ষোল আনায়- ০৮ শতক।

৪) ঐ জেলা- ঐ থানা, ঐ মৌজায় ৩৬১ নং খতিয়ানে :-
২৮) ৩৭ নং দাগের ১৲ আনায় ৪৪ শতক। ২৯) ১০৮২ নং দাগের ১৲ আনায় ৪৫ শতক । ৩০) ১১৭৬ নং দাগের ১৲ আনায়- ২২ শতক। ৩১) ১২৪৯ দাগের ১৲ আনায়- ৪০ শতক। ৩২) ১৩১৪ নং দাগের ১৲ আনায় ২.১৭ মধ্যে ১.৫১ শতক।

৫) ঐ জেলা, ঐ থানা, ঐ মৌজায় - ৫৫৮ নং খতিয়ানের :-
৩৩) ৭৭২ নং দাগের ষোল আনায় ৩০ শতক।

৫) ঐ জেলা ঐ থানা, ঐ মৌজায়
৩৩। (ক) –২৯ কৃঃ খতিয়ানের অধীন ৮৭৪ নং দাগে ১৲ আনায়-৬৭ শতক। ৩৩। (খ) – ৫১৯ কৃঃ খতিয়ানের অধীন ৮৯১ নং দাগে ১৲ আনায়- ৪৮ শতক। ৩৩(গ) - ৩২৭ কৃঃ খতিয়ানের অধীন ১৩৮ দাগে ১৲ আনায়-৪৮ শতক। এবং জেলা-হুগলী, থানা-পাণ্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, ৩৭৮ নং খতিয়ানের :-
৩৪) ৯২৫ দাগের ষোল আনায় ৭৫ শতক। ৩৫) ১১৫৭ দাগের ষোল আনায়- ২৬ শতক । ৩৬) ১২৪১ দাগের ষোল আনায়- ৩৯ শতক।

ঐ জেলা ঐ থানা মহানাদ বেজপাড়া মৌজায় ১২ খতিয়ানের-
৮৭৬ দাগে, ৮৯১ দাগে, ২৩৮ দাগে
৩৭) ১২৫৯ দাগের ষোল আনায়- ৭৩ শতক ।
জেলা-হুগলী, থানা-পাণ্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া,
৩৮) ৮৬০ দাগের ষোল আনায়- ৪২ শতক । ৩৯) ৮৯৫ দাগের ষোল আনায়- ৯৬ শতক এবং
জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা-মহানাদ বেজপাড়া, খতিয়ানের :-
১) ৯২৫ দাগের ষোল আনায়- ৭৫ শতক মধ্যে ২৬ শতক । ২) ১১৫৭ দাগের ষোল আনায় ২৬ শতক মধ্যে ০৮ শতক।
৩) ১২৪১ নং দাগের ষোল আনায় ৩৯ শতক মধ্যে - ১৩ শতক ।
৪) ১২৫৯ নং দাগের ষোল আনায়- ৭৩ শতক মধ্যে – ২৪ শতক ।

লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্ত বাবদ, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পক্ষান্তরে বিভাগ বণ্টনের দাবীতে ১৯৯৪ সালের- ১৫৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। উপরি উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি আপনাদের কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনার বা আপনাদের নিযুক্ত উকিলবাবু, মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে ।

বাদী পক্ষের উকিলবাবু
তন্ময় মুখাজ্জী

আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া।

নাম -পদবী

গত 16/01/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 1253 নং এফিডেভিট বলে আমি **Aparna Ghosh** W/o. Ashok Ghosh, R/o. Khirkigoli, Laha Bagan, Chinsurah, Hooghly-712101, ঘোষণা করিয়াছি যে, বিবাহের পূর্বে 2002 সালের ভোটার লিস্টে (131 Jagaddal Assembly, Part No. 23, Sl. No. 427, 24 Pgs. North,) আমার নাম **Shakti Roychowdhury** D/o. Satyendra Roychowdhury (EPC No. JGL 1558477) লিপিবদ্ধ ছিল। বিবাহের পর আমি **Aparna Ghosh** W/o. Ashok Ghosh নামে পরিচিত হই। আমি **Aparna Ghosh** ও **Shakti Roychowdhury** W/o. Ashok Ghosh ও D/o. Satyendra Roychowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

আমি, **Anita Mondal** গত ইংরাজীর 27/02/1998 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Sekh Naskar মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর (Regd. On 01/10/2009) নাম পরিবর্তন করিয়া Anita Mondal হইতে Moslema Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 17/01/2006 তারিখে সদর হুগলী কোর্টে 32 নং নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Moslema Bibi ও Anita Mondal D/o. Anath Mondal & W/o. Sekh Naskar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I **Mujibar Molla** S/o -Noor Ali Molla Vill- Gabtala P·O+P·S - Bhangar, South 24 P.G.S. 743502. Solemnly Declare That **Mujibar Molla @Mujibar Rahaman** is the same and one identical Person Before the Judicial Magistrate at Baruipur Court, vide affidavit No-167 Dated 17/01/2026

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী শ্যামল কুমার বসু, পিতা -স্বর্গীয় সুনীল কুমার বসু ওরফে স্বর্গীয় সুশীল কুমার বসু, ২) শ্রীমতী ঝর্না ধুলা, স্বামী- শ্রী অজিত কুমার ধুলা, ৩) শ্রী গৌরাঙ্গ বসু, ৪) শ্রী শিবাজী বসু, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় সুনীল কুমার বসু ওরফে স্বর্গীয় সুশীল কুমার বসু, ৫) শ্রীমতী বর্ণা সরকার, স্বামী- শ্রী স্বপন কুমার সরকার, ৬) শ্রীমতী পাপিয়া রাণী ঘোষ, স্বামী- সুভাষ কান্তি ঘোষ, ৭) শ্রীমতী সোমা রাণী মিত্র, স্বামী- শ্রী তীর্থনাথ মিত্র, ৮) শ্রীমতী কৃষ্ণা রাণী বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, সাং - নবদ্বীপ মালঞ্চপাড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা - নদীয়া পক্ষে নবদ্বীপ সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে বিগত ইং ২০০০ সালে রেজিস্ট্রীকৃত IV -06 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং **শ্রীমতী লক্ষ্মী রানী বসু** ও **শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ধারা**, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১৯/১২/২০০৬ তারিখে I-5009 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) **মানিক মন্ডল**, পিতা - শ্রী সুভাষ মন্ডল, ২) নাবালক **শ্রী সুকান্ত মন্ডল**, পিতা - শ্রী সুভাষ মন্ডল, ৩)উক্ত নাবালকের পক্ষে গার্জেন পিতা- **শ্রী সুভাষ মন্ডল**, পিতা - স্বর্গীয় মুরারি মোহন মন্ডল,সর্ব সাং- বলরামপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- বর্ধমান, মহাশয়, মৌজা - ৯৯ নং বলরামপুর, খতিয়ান নং - L.R. ২৩৫, দাগ নং & R.S.&L.R. ২৬২ ও ৩১৫, মোট ৫০ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত ১ নং কোবলা গ্রহীতা MN/2026/0231/152 ও উক্ত ২ নং কোবলা গ্রহীতা MN/2026/0231/153 উক্ত ৩ নং কোবলা গ্রহীতা MN/2026/0231/154 মিউটেশন কেস মূল্যে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্বস্থলী - I B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৯শে জানুয়ারি, ৫ই মাঘ, সোম বার। শুক্লা প্রতিপদ তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(মাঘ শুক্লা প্রতিপদ তিথি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বীজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন-** ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-** ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ** ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ** ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ** ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ** ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-**৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ** ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ** ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ** ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ** ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ** ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ** ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রেলই উন্নয়নের চালিকা শক্তি, ভোটের মুখে বাংলায় তিন অমৃতের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলাকে রেল উন্নয়নের বার্তা দিল কেন্দ্র। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একযোগে তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করে জানালেন, রেল পরিকাঠামোই দেশের অগ্রগতির মূল ভিত। হাওড়া, আনন্দ বিহার অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হয় হাওড়া স্টেশন থেকে। একই সঙ্গে সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে সাঁতরাগাছি, তাম্বরম ও শিয়ালদহ, বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাঁতরাগাছিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রণভিত সিং বিট্টু। তাঁর কথায়, বাংলার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগ আরও মজবুত করাই লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে ছিলেন রেলের শীর্ষ আধিকারিকরাও।

ফুল ও বেলুনে সাজানো ট্রেন ঘিরে সকাল থেকেই যাত্রীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে। রেল মন্ত্রকের দাবি, এই পরিষেবায় দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রা হবে আরও স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত, পাশাপাশি ব্যবসা ও পর্যটনে আসবে নতুন গতি।

ল্যান্ডফিল নয়, জঞ্জাল পাহাড় গলানোর ছক, ধাপা ঘিরে নতুন পথে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে কলকাতার বর্জ্য চাপ। নতুন ল্যান্ডফিল তৈরির বদলে, বছরের পর বছর জমে ওঠা ধাপার জঞ্জাল পাহাড় সরাতেই বড়সড় পরিকল্পনার পথে হাঁটছে কলকাতা পুরনিগম। পুরসভা সূত্রের হিসাব বলছে, ধাপায় জমে থাকা পুরনো জঞ্জালের পরিমাণ ৯ মিলিয়ন টনেরও বেশি। এর সঙ্গে প্রতিদিন যোগ হচ্ছে কলকাতার প্রায় ৪,৫০০ টন এবং পার্শ্ববর্তী পুর এলাকাগুলির আরও প্রায় ১,৫০০ টন বর্জ্য। পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, নতুন ল্যান্ডফিল নয়, লক্ষ্য শতভাগ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ। সেই লক্ষ্যেই সার, সিএনজি, বায়োমাস ব্রিকেট, প্লাস্টিক ও থার্মোকল পুনর্ব্যবহারের ছক কষা হচ্ছে। বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে মেডিক্যাল ও ই-বর্জ্য।

এই প্রকল্পে ধাপা সম্প্রসারণের জন্য সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ চলছে। তবে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি যেহেতু রামসার সাইট, তাই স্থায়ী কাঠামো নয়, পরিবেশবান্ধব সমাধান;এই শর্তেই পরিকল্পনার ছাড়পত্র মিলবে বলে জানিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

ঐতিহাসিক দিনেই অস্বস্তির ছায়া, জলপাইগুড়ির মঞ্চে নজিরবিহীন দৃশ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন উদ্বোধনের দিনেই তৈরি হল রাজনৈতিক জল্পনা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ ১২ জন বিচারপতিকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানালেও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে এড়িয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুহূর্তেই মঞ্চে ছড়ায় চাপা চাঞ্চল্য। অনিচ্ছাকৃত ভুল, না কি সচেতন বার্তা; এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে।

পরে হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী আইনমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরালে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর জয় বাংলা স্লোগানেও বিরোধীদের কটাক্ষ, বিচারব্যবস্থার মঞ্চে রাজনীতির রং লাগল বলেই দাবি।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, আজ ঐতিহাসিক দিন। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানান, তঐই ভবন উত্তরবঙ্গের মানুষের বিচারপ্রাপ্তি সহজ করবে। তবে সব বক্তব্য ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে রইল সেই মুহূর্তের নীরবতা।

এবার আর স্লোগান নয়, আসল পরিবর্তন, সিঙ্গুরের মঞ্চে সুকান্তর তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরের জনসভা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই তৃণমূল সরকারের শিল্পনীতিকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। সভার আগে মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন; বাংলার শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আর আপস নয়। তাঁর বক্তব্য, এবার বাংলায় আসল পরিবর্তন আসছে, কাগুজে প্রতিশ্রুতির সময় শেষ।

সুকান্তের দাবি, সিঙ্গুর একসময় শিল্পের সম্ভাবনার প্রতীক ছিল, কিন্তু শাসকের সিদ্ধান্তহীনতায় সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, যেখানে কারখানা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে হতাশা জন্মেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিনিয়োগের পথ খুলবে এবং যুবসমাজকে আর ভিনরাজ্যে কাজ খুঁজতে হবে না; এমন আশ্বাসও শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে।

সিঙ্গুরকে সামনে রেখে সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করে দেন, বিজেপির লড়াই শুধুই ক্ষমতার জন্য নয়, বরং শিল্প, কাজ ও ভবিষ্যৎ ফেরানোর জন্য। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বক্তব্যে নির্বাচনের আগে বিজেপির আক্রমণাত্মক কৌশলই আরও এক ধাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

লরেটো কলেজে অনুষ্ঠিত 'টেরা কোয়েস্ট'-এর প্রথম সংস্করণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কখনও মেঘ বৃষ্টির রাজ্যে খরা। আবার কখনও মরুদেশে বন্যা। বদলে যাচ্ছে পরিবেশ, আবহাওয়া ও ভূপৃষ্ঠের চেনা ছবি। যা নিত্য বদল আনছে জীবন ও জীবিকায়। লরেটো কলেজের ভূগোল বিভাগ আয়োজিত 'টেরা কোয়েস্ট হোয়্যার মাইন্ডস মিট দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর প্রথম সংস্করণে উঠে এল সেইসব তথ্য ও তত্ত্ব। ল্যান্ডস্কেপস টু লাইভলিহুডস এক্সপ্লোরিং এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোসাইটাল ডায়নামিক্স বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে সম্প্রতি আয়োজন করা হয় একাধিক আকর্ষণীয় ও চিন্তনমূলক পর্বের।

ইউসি বার্কলের অধ্যাপক ইশা রায়ের বক্তব্যে উঠে আসে অনুষ্ঠানের মূল সুর। পরবর্তীতে অধ্যাপক শাশ্বতী মুখার্জি, অধ্যাপক লক্ষ্মী শিবরামকৃষ্ণন এবং ডঃ প্রিয়াঙ্ক প্রবীন প্যাটেলের আলোচনায় ধরা পড়ে ভূ-দৃশ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানান দৃষ্টিভঙ্গি। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মোট আটটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল দুটি অভিনব প্রতিযোগিতা। একদিকে টেরা স্ট্র্যাটেজি সিমুলেশন-এ বিভিন্ন দল পরিবেশগত ও নগর সমস্যার সমাধানে কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অন্যদিকে টেরা স্কালপ্ট-এ শিক্ষার্থীরা ভূমিরূপের মডেল তৈরি করে ভূপ্রকৃতিকে জীবন্ত আকার দেয়। পাশাপাশি টেরা স্টুডিও নামক একটি অনলাইন রিল-মেকিং প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। ছিল ভূগোল বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব 'হোমকামিং'।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের নাম প্রকাশ করলেন রাজকুমার ও পত্রলেখা !

মুম্বই: ২০২৫ সালের ১৫ নভেম্বর পত্রলেখা ও রাজকুমার রাওয়ের ঘর আলো করে এসেছিল তাঁদের কন্যাসন্তান। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মেয়ের নাম ভাগ করলেন তারকা দম্পতি। নাম রেখেছেন পার্বতী পাল রাও। রবিবাসরীয় সকালে একরত্তির একটি ছবি পোস্ট করেন রাজকুমার ও পত্রলেখা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের দু'জনের হাতের মাঝে রয়েছে একরত্তির হাত। ক্যাপশনে তাঁরা লিখেছেন, হৃদয়ের সবটুকু আনন্দ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের জীবনের সেরা উপহার ও শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি। পার্বতী পাল রাও। এদিন এভাবেই মেয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপ করান রাজকুমার ও পত্রলেখা। মেয়ের নামের মধ্যে রেখেছেন আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। মা দুর্গার নামে মেয়ের নামকরণ করেছেন বলিউডের এই দম্পতি। আরও একবার তারকাদম্পতিকে শুভেচ্ছায় ভরিয়েছেন বলিউডের বিশিষ্টরা।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করেছিলেন রাজকুমার ও পত্রলেখা। তাঁদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতেই কোল জুড়ে এসেছিল তাঁদের সন্তান।

মেচেদায় এসআইআরে হয়রানির অভিযোগে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেচেদা: এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল মেচেদা বিদ্যাসাগর হলে। আলোচনাচক্রে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার চারশোর বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পরে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে মেচেদায় একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল মেচেদার ক্ষুদিরাম ভবন থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড, থার্মাল মোড় হয়ে ক্ষুদিরাম ভবনের সামনেই শেষ হয়। ২২ জানুয়ারি তমলুকে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

বাজেটের গণ্ডি ছাপিয়ে ঋণের পাহাড়, ৩১ মার্চের আগেই চমক পশ্চিমবঙ্গের কোষাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের প্রথম ন'মাসেই বাজেটের সীমা কার্যত ছুঁয়ে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঋণগ্রহণ। রাজ্য অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বলছে, অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার আগেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বহু দূরে ছাপিয়ে যাবে ধার নেওয়ার অঙ্ক। বাজেট নথিতে যেখানে বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার লক্ষ্য ছিল প্রায় ৮২ হাজার কোটি টাকা, সেখানে রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব জানাচ্ছে; ডিসেম্বরের মধ্যেই উঠে এসেছে প্রায় ৭৮ হাজার কোটি। ফলে শেষ তিন মাসে ধার নেওয়া হবে আরও বিপুল অঙ্কে।

এক সরকারি সূত্রের কথায়, জানুয়ারি থেকে মার্চ; এই তিন মাসেই অতিরিক্ত প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা বাজার ঋণের পথে হাঁটছে রাজ্য। এর সরল অর্থ, গোটা অর্থবর্ষে মোট ঋণগ্রহণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার কোটিতে। এতে ৩১ মার্চ ২০২৬-এ রাজ্যের মোট ঋণ পূর্বানুমানের চেয়েও অনেক বেশি হওয়ার আশঙ্কা।

উল্লেখযোগ্য, ২০১০-১১ সালে যেখানে মোট ঋণ ছিল প্রায় ১.৯ লক্ষ কোটি, দেড় দশকে তা পৌঁছেছে সাত লক্ষ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে; যা রাজ্য অর্থনীতির জন্য বড় প্রশ্নচিহ্ন।

ফালাকাটায় হাতির তাণ্ডবে তছনছ ফসল, দিশেহারা কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফালাকাটা: শনিবার রাতভর ফালাকাটার কুঞ্জনগর এলাকায় একদল হাতির তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেল বিঘার পর বিঘা আলু খেত। জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির দলটি কয়েক ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালায়, যার ফলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার প্রান্তিক চাষিরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে ১০-১২টি হাতির একটি দল কুঞ্জনগরে প্রবেশ করে আলু খেতে তাণ্ডব চালায়। কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় হাতিগুলি দীর্ঘক্ষণ তাণ্ডব চালায়। ফসল তোলার মুখেই এই ক্ষয়ক্ষতিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এলাকাটি অভয়ারণ্য সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোনও ওয়াচ টাওয়ার নেই, ফলে রাতের অন্ধকারে হাতির গতিবিধি বোঝা সম্ভব হয় না। গ্রামের সীমানায় বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হলেও প্রায় ৩ কিমি এলাকা এখনও অসুরক্ষিত পড়ে রয়েছে। এই কাজ দ্রুত শেষ না হওয়ায় হাতিরা অনায়াসেই গ্রামে ঢুকে পড়ছে বলে মত গ্রামবাসীদের।

ফটোসেশন...। ছবি: অদিতি সাহা

সিঙ্গুর শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তবে আলাদা দীর্ঘ ভাষণ নয়, সংক্ষিপ্ত বক্তব্যেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। দলীয় সূত্রের দাবি, সভাস্থল থেকে শমীকের বক্তব্যের মূল ফোকাস ছিল শিল্প ও কর্মসংস্থান।

একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলেন, বাংলার শিল্প আর চাকরি ফেরাতে বাস্তব পরিবর্তন দরকার। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শিল্পক্ষেত্রে স্থবিরতা রাজ্যের যুবসমাজকে কাজের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় সহায়তায় সেই পরিস্থিতি বদলানো হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

শমীক আরও বলেন, সিঙ্গুর শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি শিল্পায়ন প্রশ্নে বিজেপির অবস্থানকে তুলে ধরেন এবং মোদীর উন্নয়ন বার্তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সিঙ্গুরের মঞ্চে শমীকের বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত হলেও তা স্পষ্টভাবে শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বিজেপির আক্রমণাত্মক কৌশলকেই সামনে এনে দিল।

মনোজ তিওয়ারির বাড়িতে চুরির ঘটনায় প্রাক্তন কর্মী গ্রেপ্তার

মুম্বই: বিজেপি সাংসদ ও অভিনেতা মনোজ তিওয়ারির মুম্বইয়ের বাড়িতে চুরির ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি সুরেন্দ্র কুমার শর্মা, যিনি কয়েক বছর আগে মনোজ তিওয়ারির বাড়িতেই কাজ করতেন এবং পরে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

পশ্চিম অন্ধেরির শাস্ত্রী নগরের সুন্দরবন অ্যাপার্টমেন্টে থাকা বাড়ি থেকে মোট ৫.৪০ লক্ষ টাকা নগদ চুরির অভিযোগ ওঠে। মনোজ তিওয়ারির ম্যানেজার প্রমোদ যোগেন্দ্র পান্ডে আম্বোলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ১৫ জানুয়ারি রাত ন'টার সময় ওই প্রাক্তন কর্মী সুরেন্দ্র কুমার শর্মাকে বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে দেখা যায়। ফুটেজের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত জেরায় চুরির কথা স্বীকার করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার

সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে মাতলা নদীতে পড়ে নিখোঁজ গড়িয়ার পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: সুন্দরবনের রোমাঞ্চ যে ভয়াবহ মোড় নিতে পারে, তা যেন আগেভাগে আঁচ করতে পারেননি কেউ। মাতলা নদীর বুকে নৌকোয় রাত কাটানোর সময় আচমকাই বিপত্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে নৌকো থেকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ এক পর্যটক। তাঁর নাম সুমন পাল, বাড়ি গড়িয়া এলাকায়। গড়িয়া থেকে মোট ২২ জনের ওই পর্যটকদল গত ১৬ জানুয়ারি সুন্দরবন ভ্রমণে আসে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দলের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি মাতলা নদীর উপর নৌকোতেই রাত্রিযাপন করছিলেন। শনিবার গভীর রাতে নদীতে নৌকোর উপর অবস্থান করার সময় আচমকাই পা পিছলে মাতলা নদীতে পড়ে যান এক পর্যটক।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, নৌকোর উপর ভারসাম্য হারিয়ে নদীতে পড়ে যান সুমন। মুহূর্তের মধ্যেই স্রোতে তলিয়ে যান তিনি। উদ্ধার করতে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দেন কয়েক জন সঙ্গী, কিন্তু অন্ধকার আর প্রবল স্রোতের কাছে হার মানে চেষ্টা।

নৌকোর মাঝি ঘটনার বর্ণনায় জানান, ভাত নামাতে গিয়ে পা পিছলে যায়। চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল। রবিবার সকালে কুলতলি থানায় খবর পৌঁছতেই শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজে নদীজুড়ে চলছে পুলিশি অনুসন্ধান। এলাকায় এবং গোটা পর্যটকদলে নেমে এসেছে গভীর উদ্বেগের ছায়া। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার সময় ওই পর্যটকের গায়ে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। নৌকোয় থাকা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও নৌকার মাঝির দাবি, পর্যটকদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়েছিল, তবে কেউ কেউ তা পরেননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনে পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে হাফ ম্যারাথন, সামিল অসংখ্য প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে রবিবার কলকাতায় আয়োজিত হল হাফ ম্যারাথন। এদিন সকালে কলকাতা পুলিশের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' হাফ ম্যারাথন ২০২৬-এর সূচনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সন্তোষ পাণ্ডে। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অসংখ্য প্রতিযোগী এই হাফ ম্যারাথনে যোগ দেন। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সন্তোষ পাণ্ডে বলেন, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন হল কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে পালিত ট্র্যাফিক নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা। দূরত্ব অনুসারে দৌড় আয়োজন করা হয়েছে। জনগণের অংশগ্রহণ বেশ ভালোই। প্রতিটি শ্রেণির মানুষ এতে যোগ দিচ্ছেন। আমাদের মূল বার্তা হল সড়ক নিরাপত্তা। আমাদের সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এটি কেবল পুলিশ প্রশাসনের কাজ নয়।

সমর্থনের সমুদ্রেই বদলের ডাক

দেবকে ডাকটিকিট ইস্যুতে খোঁচা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গুরের 'পরিবর্তন সংকল্প সভা' থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণে বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, সমর্থনের এই সমুদ্রই প্রমাণ, বাংলা আর দুর্নীতি, ভয়, দুর্ব্যবস্থা চায় না। তাঁর কথায়, মানুষের ভিড় স্পষ্ট করে দিচ্ছে; রাজ্যে প্রকৃত উন্নয়ন ও বাস্তব পরিবর্তনের ডাক উঠেছে।

শুভেন্দু বলেন, মোদীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া উন্নয়ন প্রকল্পই বাংলাকে স্থবিরতা থেকে মুক্ত করবে। যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি; সব ক্ষেত্রেই এই প্রকল্প নতুন দিশা দেখাবে বলে দাবি তাঁর। এর পাশাপাশি ডাকটিকিট প্রসঙ্গে অভিনেতা দেবকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, এটা কোনও জাতীয় সম্মান নয়, ব্যক্তিগত পরিষেবা মাত্র। তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, তবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা বন্ধ করবে শাসকদল? রাজনৈতিক মহলের মতে, সিঙ্গুরের সভা থেকেই শুভেন্দু স্পষ্ট করে দিলেন, ২০২৬-এর লড়াইয়ে বিজেপি আক্রমণাত্মক পথেই হাঁটবে।

কসবার বাড়িতে বিস্ফোরণ, ইউটিউব দেখে বাজি বানাতে গিয়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: কলকাতার কসবা থানার অন্তর্গত বিশ্বাসপাড়ায় ফের বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল শনিবার। একটি আবাসিক বাড়ির নীচতলার ঘরে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা, ভেঙে পড়ে একাধিক জানালার কাচ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন একজন, তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে কসবা থানা এলাকার এম কে ঘোষাল রোডে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন জানান, ভেবেছিলাম গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে, শব্দে সবাই রাস্তায় বেরিয়ে আসি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কসবা থানার পুলিশ ও দমকল। এলাকা ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিস্ফোরক জাতীয় বস্তু নিয়ে কাজ করার সময়ই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বেআইনিভাবে বাজি তৈরি, না কি অন্য কোনও বিস্ফোরক প্রস্তুতি; দু'টি দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ কেন ওই বাড়িতে বাজি বানানোর কাজ চলছিল তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের দাবি, ইউটিউব দেখে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বাজি বানানো হচ্ছিল বলেই প্রাথমিক ইঙ্গিত। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও। এখনও কাউকে আটক করা হয়নি। প্রয়োজনে ফরেনসিক ও বম্ব স্কোয়াড নামানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার নেপথ্যে যা-ই থাকুক, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রবিবাসরীয় দুপুরে খুদের ঘোরসওয়ারি। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

দিনে পাঁচশো আবেদন, শ্বাসরুদ্ধ স্বাস্থ্য দপ্তর

এসআইআর চাপে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র জোগাতে হিমশিম কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হতেই কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরে আছড়ে পড়েছে আবেদন ঢেউ। জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য প্রতিদিন জমা পড়ছে অন্তত পাঁচশো আবেদন। পুরসভা সূত্রের স্বীকারোক্তি, এসআইআর-এর নথি জোগাড় করতে গিয়েই চাপ বহুগুণ বেড়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে অনলাইন, অফলাইন দুই পথেই ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ স্লট বুকিংয়ের সংখ্যা এক লাফে প্রায় দ্বিগুণ। তবু শুধু অনলাইনেই গড়ে দিনে প্রায় ২৭৫টি আবেদন আসছে। তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ভবন, বোরো অফিস ও বাংলা সহায়তা কেন্দ্র মিলিয়ে জমছে শত শত ফাইল।

চাপ এখানেই থামছে না। ডিইও দপ্তর থেকে পাঠানো হচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ভেরিফিকেশন নথি। এক স্বাস্থ্যকর্তার বক্তব্য, চার দিনে দু'হাজারের বেশি শংসাপত্র যাচাই করতে হয়েছে। কর্মীর ঘাটতি, সময়ের টান; সব মিলিয়ে স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় রাখাই এখন পুরসভার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'ডিসক্রিপেন্সি' ঘিরে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া (এসআইআর) চলাকালীন 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' শব্দবন্ধটি এখন রাজ্যের ভোটারদের কাছে এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন যুক্তিতে ভোটারের তথ্যকে অসঙ্গত বলা হচ্ছে, তা স্পষ্ট না হওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে নীচুতলা থেকে প্রশাসনের অন্দরমহল পর্যন্ত। সূত্রের খবর, রাজ্যে এই তত্ত্বের আওতায় পড়েছেন প্রায় এক কোটি ভোটার।

রাজ্যের স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, তা নিয়ে মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের মধ্যে পরিষ্কার ধারণা নেই। তাই দ্রুত লিখিত নির্দেশিকা জারির আবেদন জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, নাম বা বয়সের সামান্য অমিলেই কোথাও নোটিস যাচ্ছে, আবার একই ধরনের তথ্য অন্যত্র বহাল থাকছে। কমিশনের তরফে অবশ্য বারবার বলা হয়েছে, সব ভোটার সমান। তবু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে,যে যুক্তিতে সিদ্ধান্ত, সেই যুক্তি আরও স্পষ্ট হলে আস্থা আরও দৃঢ় হবে কি না, সেটাই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলায় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'য়ের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলায় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'য়ের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চলছে। রবিবার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের রাহুতায় দলের তরফে আয়োজিত বনভোজনে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ১৯৪৬ সালের ১৬ অগস্ট কলকাতায় ভয়াবহ 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' ঘটেছিল। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ১৯৪৬ সালে জুম্মা বারেই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, জুম্মাবারে যেমন 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' হয়েছিল। তেমনি জুম্মাবারেই হাওড়াতে পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। এমনকী জুম্মা বারে বেলডাঙায় তাণ্ডব চলেছে। সুতরাং বাংলার মানুষকে এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। তাঁর মন্তব্য, মানুষ যদি এই 'মুখোশ পরা' মমতা ব্যানার্জিকে এখনও না চিনতে পারে, তাহলে আগামীদিনে বেলডাঙার মতো ঘটনা গোটা বাংলা জুড়ে ঘটতেই থাকবে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মালদায় এসে পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং লিখেছেন, মালদায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে স্পষ্ট তিনি পাট চাষি এবং জুট শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তিত। তাই তিনি জুট সেক্টরকে আরও উন্নত করতে চান। টুইটে প্রাক্তন সাংসদ আরও উল্লেখ করেছেন, সাংসদ থাকাকালীন সংসদে তিনি পাট শিল্প সংক্রান্ত বহু সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। সেই সমস্যার মধ্যে অনেক সমস্যার সমাধানও হয়েছে। রুগ্ন পাটশিল্প নিয়ে শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল সরকার থাকলে জুট সেক্টরকে পুরো শেষ করে দেবে। তবে তৃণমূল সরকার বিদায় নিলেই বাংলায় ফের জুট শিল্প চাঙ্গা হবে। তাঁর দাবি, উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রের পাঠানো অর্থ দিয়ে বাংলায় দল এবং সিন্ডিকেট চলছে। এমনকী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ভাটপাড়া পুরসভা ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছে। আর সুদের টাকা দিয়ে পুরসভার কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। যা সম্পূর্ণ বেআইনি। শেষ মুহূর্তে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রগুলোতে হামলা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি রোহিঙ্গাদের নাম এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাদ যাবে। এর ফলে তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে ধস নামবে। তাই ওরা শুনানি কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, বাংলাকে মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রবেশকারীদের 'সেফ প্যাসেজ' বানিয়ে দিয়েছেন। এই সেফ প্যাসেজের মাধ্যমে রোহিঙ্গারা বাংলায় প্রবেশ করছে। ফলস্বরূপ, নতুন প্রজন্মের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা। ওবিসি-এ মুসলিমদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, প্রতিটি থানায় কমপক্ষে সাত থেকে দশজন মুসলিম অফিসার নিযুক্ত আছেন। আগে সরকারি চাকরিতে ওবিসি-এ-দের জন্য পাঁচ শতাংশ আসন সংরক্ষিত ছিল। সেই সংরক্ষণ একধাপে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। এভাবেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি সনাতনীদের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। এদিন বনভোজনে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, দলের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায় ও সঞ্জয় সিং, কাউন্সিলর সত্যেন রায়, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, পল্লবী কুন্ডু, নির্মল দাস, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ভারতী সেনাপতি ও স্বপন মণ্ডল, শ্যামল তলাপাত্র, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, সঞ্জিত সিং, উমেশ রায়, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।

শীতের ইনিংস এবার শেষের পথে, তাপমাত্রা পৌঁছল ১৩ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার আকাশে শীতের দীর্ঘ ইনিংস এবার শেষের পথে। পৌষজুড়ে দাপট দেখানো কনকনে ঠান্ডা মাঘের প্রথমার্ধে এসে ধীরে ধীরে বিদায়ের সুর তুলছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আর খুব একটা নামবে না, বরং স্বাভাবিকের কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করবে।

রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ১.৫ ডিগ্রি কম। দমদমে পারদ নেমেছিল ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শনিবার শহরের তাপমাত্রা ১৩.১ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমেছিল। এছাড়া, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও শনিবার ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠেনি, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ১.৯ ডিগ্রি কম। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার তাপমাত্রা রবিবার ৯ ডিগ্রির নীচে নামেনি। ১০ ডিগ্রির নীচে ছিল বাঁকুড়া (৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস), বিষ্ণুপুর (৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং বীরভূমের শ্রীনিকেতন (৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। দার্জিলিঙে গত কয়েক দিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ এবং ৪ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছিল। রবিবার তা বেড়ে হয়েছে ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া, কালিম্পঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, আজ থেকে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উঠতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও একই প্রবণতা থাকবে, যদিও ভোর ও সকালের দিকে কুয়াশার দাপট চিন্তার কারণ। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান ও হুগলিতে কুয়াশার সতর্কতা জারি রয়েছে। সামনেই সরস্বতী পুজো। আবহাওয়া থাকবে আরামদায়ক; হালকা শীত, পরিষ্কার আকাশ, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার এই বদলে শীতপ্রেমীদের মন ভারী হলেও বসন্তের আগমন যে আর দূরে নয়, সেটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রকৃতি।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে বিএলওদের গণইস্তফার হিড়িক, নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে কারা?

রাজ্য জুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বারে বারে নানা অছিলায় তাতে বাধা দিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। যেনতেন প্রকারে এসআইআরের মূল উদ্দেশ্য বানচাল করতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। তাঁদের বাধায় ইতিমধ্যে একাধিক কেন্দ্রে বন্ধ করতে হয়েছে শুনানি প্রক্রিয়া। কোথাও তো স্থানীয় বিধায়ক রীতিমতো লোকজন নিয়ে চড়াও হয়েছেন শুনানি কেন্দ্রে। কোন নথি চাওয়া হচ্ছে, কেন চাওয়া প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। ভয় দেখানো হচ্ছে বিএলও-সহ কমিশনের আধিকারকদের। এছাড়া ক্ষোভ, বিক্ষোভ তো লেগেই আছে। রাস্তা অবরোধ থেকে অবস্থান, ধরনা বাদ যাচ্ছে না কিছুই। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার ঘটনা এর সবচেয়ে টাটকা উদাহরণ। এরই মধ্যে গত ৭২ ধরে এক নতুন হিড়িক শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। তা হল, বিএলওদের গণইস্তফা। একাধিক জেলার একের পর এক এলাকা থেকে বিএলওদের গণইস্তফার খবর আসছে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থেকে ৫০-এরও বেশি বিএলওর গণইস্তফার খবর মিলেছে। ওইদিনই দিনহাটার একাধিক বিএলওর ইস্তফার খবর পাওয়া গিয়েছে। গলসির ২ নং বিডিও অফিসে ৫২ জন বিএলও একযোগে ইস্তফা দিয়েছেন। নন্দীগ্রাম ব্লক ২ এর ৭২ জন বিএলও ইস্তফা দিয়েছেন বলেই খবর। একই ছবি বীরভূমের ইলামবাজারেও। সেখানে বিডিও দফতরে ৭০ জন ইস্তফাপত্র জমা দেন। এছাড়া বিএলওদের বিক্ষোভের খবর প্রতিদিনই বাড়ছে। বিএলওদের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো কোনও মৌখিক নির্দেশ তাঁরা আর মানবেন না। বিডিও-র তরফে লিখিত ও স্পষ্ট নির্দেশিকা না পাওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এতো বিএলওদের কথা। এখন প্রশ্ন হঠাৎ কী এমন হল যে বিএলওরা দলে দলে ইস্তফা দিতে শুরু করলেন? বিশেষ করে এসআইআর যখন একেবারে শেষের দিকে? এটা গোটা প্রক্রিয়াকে বানচাল করার কোনও ছক নয়তো? নেপথ্যে কেউ বা কারা কলকাঠি নাড়ছেন না তো? গোটা পরিস্থিতি কিন্তু এসব ভাবতে বাধ্য করছে।

শব্দছক ৪৭

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. দরকার ৩. কারোর ভাগ হাতানোর চেষ্টা ৫. বাক্যব্যয় ৬. হস্তী ৮. বন্ধু ১০. আসল নয় ১২. সমস্ত তলের সর্বনিম্নটি ১৪. শক্তি-প্রয়োগ ১৫. কিছু হতে পারার সম্ভাবনা ১৬. দয়াধারী নারী ১৮. প্রণয়কারিণী ১৯. মহাদেব ২০. নিশানা ২২. বাঁচানো ২৩. মাখন ২৪. লোভের বশবর্তী

ওপর-নিচ: ১. রীতি ২. পর্বত ৪. মেঘ বা বৃষ্টি ৫. গোর ৭. জনসমাগমের প্লাবন ৮. স্বল্প খরুচের বিষয় ৯. ভাদ্রের ফল ১১. কর্মর কাব্যরূপ ১৩. বাসস্থানের ঘর ১৬. জ্বালা-যন্ত্রণা ১৭. সহিষ্ণুতা ১৮. সর্বোপরি ২১. রম্ভা ২২. নিয়োজিত

সমাধান ৪৬ — পাশাপাশি: ১. বল ৩. প্রকাশ ৬. নয়ন ৮. সত্য ৯. লবঙ্গ ১০. আরবি ১২. হারা ১৩. ভাবা ১৪. রাজ্যহারা ১৬. সসীম ১৮. গান ১৯. নবান্ন ২১. কানন ২২. গদা

ওপর-নিচ : ১. বনজ ২. লয় ৪. কাজল ৫. নিত্য ৭. নজর ৮. সঙ্গহারা ১০. আবাসন ১১. বিরামহীন ১৫. হাসন ১৭. অন্নদা ১৮. গাধা ২০. বাগ

আজকের দিন

■ **১৮৮৩** — টমাস এডিসনের তৈরি প্রথম ওভারহেড বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নিউ জার্সির রোসেলে চালু হয়।

■ **১৯৬৬** — ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী এবং ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

■ **১৯৯০** — কাশ্মীরি উপত্যকার হিন্দুদের জোরপূর্বক গণ দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে।

জন্মদিন

১৯৩৫ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকর্মী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫৩ *গীতিকার, সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা অঞ্জন দত্তর জন্মদিন।*

১৯৫৩ *রাজনীতিবিদ গুলাম মহম্মদের জন্মদিন।*

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্বপ্নের সিঙ্গুরে রূপদান করতে পারেন শুধু মোদী

প্রদীপ মারিক

সিঙ্গুরে শিল্প হবেই। কারণ ডাবল ইঞ্জিন সরকার এই বঙ্গে হবেই। কারণ বঙ্গবাসী এই শাসক তৃণমূলের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিবর্তন চাইছে। যে সিঙ্গুরে তৃণমূল শিল্প না করতে দিয়ে ভুল বুজিয়ে বঙ্গে শাসকের আসনে রয়েছে বিগত ১৫ বছর সেই সময়কাল শেষ হতে চলেছে আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে। কারণ একমাত্র মোদি'ই পারেন বঙ্গবাসীর কথা ভাবতে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে শিল্প করতে চাইলেও কেবল মাত্র সিপিএম পার্টির কারণে তা করতে পারেন নি এবং তার সঙ্গে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমানে বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের প্রধান অনিচ্ছুক কৃষকদের ভুল বুজিয়ে টাটার ন্যানো কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তৃণমূল নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ন্যানো কারখানা করতে দেয় নি। মোদি পারবেন সিঙ্গুরে আবার কারখানা করতে। কারণ মোদি যা বলেন তাই করে দেখান।

রাজ্যে ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরিয়ে নতুন ভাবে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে হলে বামপন্থীদের, ২০২৬ সালের তাদের প্রদত্ব মতামত ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিতেই হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি'ই কাঁটার মত টক্কর দিতে পারবে রাজ্যের তোলামুলের সঙ্গে সেটা এখনি পারবে না বামপ্রন্থীরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্তিতি বিবেচনা করলে। কারণ তোলামুলের সরকার ভোট লুট করতেই জানে। তারা ভালোভাবেই জানে যতই কাগুজে গর্জন তারা দিক না কেন সাধারণ মানুষের একটাও ভোটও তারা পাবে না। তাই লুট। কেন্দ্রে মোদির সঙ্গে বঙ্গে শুভেন্দু, শমীক, সুকান্ত'রা কড়া পাহারায়। এর সঙ্গে বাম শিক্ষিত মানুষদের তৈরি থাকতে হবে তাদের আবার পুনরায় বঙ্গের শাসক দল হাওয়ার আগে অন্তত পক্ষে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করা। তার জন্য শিক্ষিত তরুণ থেকে বর্ষীয়ান সমস্ত মানুষদের প্রয়োজন ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে তোলামুলের দলকে চিরতরে বঙ্গ থেকে বিদায়ের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। আমরা ওরা এই রাজনৈতিক বিভাজনই করেছিল তোলামুল পার্টি।

রাজ্যে ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে সরিয়ে নতুন ভাবে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে হলে বামপন্থীদের, ২০২৬ সালের তাদের প্রদত্ব মতামত ভারতীয় জনতা পার্টিকে দিতেই হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি'ই কাঁটার মত টক্কর দিতে পারবে রাজ্যের তোলামুলের সঙ্গে সেটা এখনি পারবে না বামপ্রন্থীরা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্তিতি বিবেচনা করলে। কারণ তোলামুলের সরকার ভোট লুট করতেই জানে। তারা ভালোভাবেই জানে যতই কাগুজে গর্জন তারা দিক না কেন সাধারণ মানুষের একটাও ভোটও তারা পাবে না। তাই লুট। কেন্দ্রে মোদির সঙ্গে বঙ্গে শুভেন্দু, শমীক, সুকান্ত'রা কড়া পাহারায়। এর সঙ্গে বাম শিক্ষিত মানুষদের তৈরি থাকতে হবে তাদের আবার পুনরায় বঙ্গের শাসক দল হাওয়ার আগে অন্তত পক্ষে বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করা। তার জন্য শিক্ষিত তরুণ থেকে বর্ষীয়ান সমস্ত মানুষদের প্রয়োজন ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে তোলামুলের দলকে চিরতরে বঙ্গ থেকে বিদায়ের রাস্তা তৈরি করে দেওয়া। আমরা ওরা এই রাজনৈতিক বিভাজনই করেছিল তোলামুল পার্টি।

মোদির চেষ্টায় আজ ভারতবর্ষ 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' এর নতুন রূপরেখা তৈরি করেছে। মোদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সৃষ্টি শীল কাজকে কেবল মাত্র সিলমোহর দিতেই প্রস্তুত নয় ডিজিটাল প্লাটফর্মে লোকাল ফর ভোকাল মন্ত্রে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়তে চান। ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী ভোকাল ফর লোকাল আন্দোলন নাগরিক এবং ব্যবসাগুলিকে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আমদানির চেয়ে স্থানীয়ভাবে তৈরি পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'স্থানীয়দের জন্য কণ্ঠস্বর' প্রচারণা ফলপ্রসূ হচ্ছে কারণ ভারতীয় পণ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিশ্বজুড়ে তাদের উপস্থিতি অনুভব করছে। মোদি এও বলেছেন, বিশ্ব কয়েক দশক ধরে ভারতকে তার ব্যাক অফিস হিসেবে দেখত কিন্তু দেশটি এখন বিশ্বের কারখানা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ভারত এখন কর্মশক্তি নয় বরং একটি 'বিশ্বশক্তি'। ভারত সেমিকন্ডাক্টর এবং বিমানবাহী জাহাজ তৈরি করছে এবং এর সুপারফুড যেমন 'মাখনা' এবং বাজরা, আয়ুষ পণ্য এবং যোগব্যায়াম বিশ্বজুড়ে গ্রহণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এই বঙ্গে থ্রেট কালচারের জন্য শিল্পের বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ বলে কিছুই রইলো না। যে সিঙ্গুরের জমি নিয়ে এত আন্দোলন করলো বর্তমান বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দল সেই সিঙ্গুরে উলু খাকরার বন হয়ে গেল। অনিচ্ছুক কৃষকরা আজ বুঝতে পেরেছে কি ভুল তারা করেছে। বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দল তদানীন্তন সময় বিরোধীতা করেছিল, শুধু বিরোধিতা নয় কৃষকদের ইন্ধন জুগিয়েছিল যাতে তারা জমি না দেয়। আজ সেই চাষীরা হাত কামড়াচ্ছে কত ভুল তারা করেছে। আর একটা আসানসোল টাটা নাগরী থেকে বঞ্চিত হল বাংলা। আজ এই সরকার আগ বাড়িয়ে বলছে শিল্পের জোয়ার এসেছে ! এমন উদ্ভ্রান্তের মত কথা কি বঙ্গ বাসী বোঝে না ! এর পাই টু পাই জবাব পাবে বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দল ছাব্বিশের নির্বাচনে। বঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা যে করুন তা নিয়ে অকপটে বলেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেছেন, 'একটা সময় পশ্চিমবঙ্গ মানুষকে রোজগার দিত, মানুষ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নিত, ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর বাণিজ্যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল ২৭ শতাংশ, সেখানে আমাদের রাজ্যের এফ ডি আই ০.৬ শতাংশ। বাংলাকে যারা গুজরাট হতে দেবে না বলে তাদের ৩৯.৬ শতাংশ। এটাই তো চিত্র। এটা বাংলার লজ্জা।' গুজরাটের সানন্দ টাটাদের কারখানা প্রমান করলো বঙ্গের শিল্প বলে কিছু নেই, কারণ ডাবল ইঞ্জিন সরকার যতদিন না আসছে তত দিন বঙ্গে শিল্পের সম্ভবনা আর থাকলো না। আমেদাবাদ ছাড়িয়ে ৩৫ কিলোমিটার এগোতেই সানন্দ-ভিরামগাঁ সড়কের বাঁ দিকে জ্বলজ্বল করছে সাইনবোর্ড। দিক নির্দেশের তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা 'ন্যানো প্লান্ট'। অর্থাৎ, ন্যানো কারখানা। সিঙ্গুরে জমিজটের জেরে ২০০৮ সালে যা উঠে এসেছিল গুজরাতের সানন্দ কারখানাটির দরজা খুলল টাটা মোটরস। উঁকি দেওয়ার ঔৎসুক্য ছিলই। একে তো রাজ্য থেকে উঠে এসে এখানে। তার উপর ন্যানো সে ভাবে বাজারে চলেনি। এখন তৈরি নামমাত্র। দেখার আগ্রহ ছিল, ন্যানো কারখানা টাটাদের অন্যান্য গাড়ির আঁতুড় হল কী ভাবে? সত্যিই কি সুযোগ হারিয়েছে সিঙ্গুর? ঘণ্টা কয়েকের সফরে লাভ-ক্ষতির হিসেব কষা শক্ত। কিন্তু অন্তত দেখা গেল, ন্যানো না চললেও কারখানা চলছে দিব্যি। সংস্থার দাবি, তাদের ৬০ শতাংশেরও বেশি যাত্রী। সানন্দ-এ টাটা কারখানা চালু হয় ২০১০ সালের জুন মাসে। সংস্থার দাবি, সবচেয়ে কম সময় ও লগ্নিতে নির্মিত গাড়ি কারখানা। জমি মোট ১,১০০ একর। ৭৪১ একর টাটা মোটরসের। সহযোগী যন্ত্রাংশ সংস্থার জন্য ৩৫৯ একর। ন্যানো সে ভাবে চলেনি। এখন তৈরি খুবই কম। কিন্তু টাটাদের অন্যান্য গাড়ি (টিগর, টিয়াগো) তৈরি হয় এখানেই। দিনে দু'শিফটে মোট ৪০০টি। কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে কর্মসংস্থান ৪,৫০০। অনুসারী শিল্পের ৩০টি কারখানায় কাজ আরও ২,২০০ জনের। ভবিষ্যতের বিভিন্ন নতুন মডেলের গাড়ি তৈরির বন্দোবস্ত। ব্যবস্থা বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরিরও। টাটাদের পরে গুজরাতে পা রেখেছে ফোর্ড ইন্ডিয়া, মারুতি-সুজুকি, হোন্ডার মতো সংস্থা। ওই শিল্পের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমি রাজ্যটি। কর্তারা জানাচ্ছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে কারখানায় কর্মী ৪,৫০০ জন। তার প্রায় ৬০ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। গড় বয়স ২৬ বছর। ৩০টি সহযোগী যন্ত্রাংশ সংস্থায় আরও প্রায় ২,২০০ জন কর্মরত। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, যন্ত্রাংশ শিল্প বাদ দিয়ে শুধু মূল কারখানায় লগ্নির অঙ্ক প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা। সিঙ্গুরে টাটারা ৯৯৭ একরে কারখানা গড়তে গিয়েছিল। গুজরাটে ১,১০০ একর। সামনে চওড়া রাস্তা। পরে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য বন্দোবস্ত। এই কারখানাকে যাত্রী গাড়ির ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়ানোর 'কর্নার স্টোন' বলছেন প্রেসিডেন্ট ময়াঙ্ক পারিক। সিঙ্গুর অধ্যায়ের সময়ে তিনি ছিলেন মারুতি-সুজুকির অন্যতম কর্তা। 'দল বদলের' অনুভূতি কেমন? তাঁর জবাব, 'তখন ছিলাম দেশের বৃহত্তম গাড়ি সংস্থায়। আর এখানে আঁকার জন্য পড়ে পুরো ক্যানভাস।'টাটাদের হাত ধরে লগ্নির ছবি এঁকেছে গুজরাতও। এক দশক আগে টাটারা যখন নতুন ঘর খুঁজছেন, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি রতন টাটাকে এসএমএসে লগ্নির আহ্বান জানান। দিন তিনেকের মধ্যে সানন্দে জায়গা মিলেছিল। বাকিটা ইতিহাস। কথায় বলে, লগ্নির টানে লগ্নি আসে। বড় শিল্পের টানে আসে অনুসারী শিল্প। দু'ই সত্যি হতে দেখেছে পশ্চিমি রাজ্যটি। টাটা মোটরসের টানে এসেছে যন্ত্রাংশ শিল্পের বিভিন্ন সংস্থা। একে একে গুজরাতে পা রেখেছে ফোর্ড ইন্ডিয়া, মারুতি-সুজুকি, হোন্ডা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সিঙ্গুরে ন্যানো প্রকল্প ভেস্তে না গেলেও নাকি ঠিক এমনটাই হতে পারতো। সানন্দে কারখানা গড়ায় আর্থিক সুবিধা পাওয়া নিয়ে টাটাদের কটাক্ষ করেছেন রাহুল গাঁধী। টাটা গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রিও তোপ দেগেছিলেন ন্যানো প্রকল্পের যৌক্তিকতা নিয়ে। কিন্তু সব কিছুর পরেও সানন্দে কাজের সুযোগ তৈরি আটকায়নি। সানন্দে গড়ে উঠেছিল ন্যানো কারখানা। ৪০০ কোটি টাকার বিনিময়ে ন্যানোকে সানন্দে ১১০০ একর জমি দিয়েছিল তৎকালীন মোদী সরকার। এরপর ২০০৯ সালের মার্চে প্রথম উৎপাদন শুরু হয় এই ন্যানো গাড়ির। তবে এক দশকেই এই গাড়ির চাহিদার পতন ঘটে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ সালের জুন মাসে একটি মাত্র ন্যানো গাড়ি উৎপাদিত হয়েছিল সানন্দের কারখানায়। ২০১৮ সালের জুন মাসে ভারত জুড়ে নাকি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ৩টি ন্যানো, আর রফতানি হয়েছিল ২৫টি। এই আবহে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ন্যানোর উৎপাদন এবং বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টাটা। সানন্দে এখন আর ন্যানো তৈরি হয় না। তবে সানন্দে ন্যানো না থাকলেও এসেছে কোকাকোলা থেকে মাইক্রন। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা তৈরি হলে যে এখানেও এমনই উন্নয়ন হত। ২০০৯ সালে টাটা সানন্দে পা রাখার পরই সেখানকার জমির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রতি বিঘা জমির দাম বেড়ে ৪০ লাখ টাকার মতো হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে বিজেস স্ট্যান্ডার্ডের এক রিপোর্টে। ২০০৬ সালে যখন সিঙ্গুরে টাটা এসেছিল, তখন সেই সানন্দে বিঘা প্রতি জমির দাম ছিল মাত্র ৫ থেকে ৬ লাখ। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, গুজরাট সরকারের থেকে জমি পাওয়ার পরও ২০০৯ থেকে ২০১২। স্ট্যান্ডার্ডের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, গুজরাট সরকারের থেকে জমি পাওয়ার পরও ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে টাটা সেখানকার ১২ হাজার কৃষকের থেকে জমি কিনেছিল। এবং সেই সব কৃষকদের অনেকেই জমি বিক্রি করেই কোটিপতি হয়ে গিয়েছিলেন। ২০১৮ সালে গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সেখানকার ৮০০ কৃষককে কমার্শিয়াল প্লট দিয়েছিল। ২০১০ সালে তৎকালীন মোদি সরকার এই নীতি কার্যকর করেছিল। আর মোদি যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন তাঁর রাজ্যে সেই নীতি কার্যকর করা হয়েছিল। আর সেখানে আজও প্রায় ১৮ বছর পরে সিঙ্গুরের কৃষকদের মাথায় হাত। পরবর্তী প্রজন্ম সেভাবে কৃষিকাজে আগ্রহী নয়। ক্ষেত মজুররা সেভাবে আর কাজ পান না। জমি ফেরত পাওয়া বহু কৃষকের মাটির নীচে এখনও রড, সিমেন্ট। বর্ষার সময় জমিতে জল দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রতিশ্রুতি মতো তৃণমূল সরকার কৃষকদের জমি তো ফিরিয়েছে, তবে তা এখন চাষযোগ্য করে দেওয়ার দাবি সিঙ্গুরবাসীর মুখে এদিকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেই গুজরাট সরকারের সঙ্গে কোকাকোলার চুক্তি হয়েছে। সানন্দে তাদের ৩০০০ কোটি টাকার ইউনিট তৈরির প্রকল্পের জন্য জমি পাবে কোকাকোলা। ন্যানোর চাকা হয়ত আর গড়ায় না। তবে সানন্দে উন্নয়নের ধারা বন্ধ হয়নি। এদিকে শুধু কোকাকোলা নয়, সানন্দ আগামী কয়েক বছরে 'সেমিকন্ডাক্টর চিপ' তৈরির হাব হতে পারে ভারতের। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর বানাতে ২০২৩ সালের জুন মাসে গুজরাটের সরকারের সঙ্গে মিলে কেন্দ্র চুক্তি করেছিল মাইক্রনের সঙ্গে। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতকে আত্মনির্ভর বানাতে ২০২৩ সালের জুন মাসে গুজরাটের সরকারের সঙ্গে মিলে কেন্দ্র চুক্তি করেছিল মাইক্রনের সঙ্গে। এই বহুজাতিক সংস্থা সানন্দে তাদের কারখানা থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন শুরু করে দিতে পারে বলে জানা গিয়েছে। ২০০৬ সালের ১৮ মে। স্বপ্নের প্রকল্পের ঘোষণা করেন রতন টাটা। হুগলি জেলার সিঙ্গুরে তৈরি হবে 'ন্যানো' গাড়ির কারখানা। প্রকল্প ঘোষণার কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হয় জমি আন্দোলন। ৯৯৭ একর জমির মধ্যে ৪০০ একর জমি নিয়ে শুরু হয় চরম বিরোধিতা। সিঙ্গুর আন্দোলনের গোটা পর্বের একদিকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার, টাটা গোষ্ঠী ও তার কর্ণধার রতন টাটা, অন্যদিকে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলন। শেষে ২০০৮ সালের ৩ অক্টোবর সিঙ্গুর থেকে প্রকল্প সরানোর ঘোষণা করেন টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা। কেন সরিয়ে নিতে হচ্ছে কারখানা এই প্রসঙ্গে রতন টাটা বলেছেন, 'আমাদের কাজের একটি টাইম লাইন রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের সামনে এই কাজ তুলে ধরার জন্য আমরা দায়বদ্ধ ছিলাম। তবে, আমরা বিশ্বাস করি না যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। রতন টাটা বলেছেন, 'বর্তমান সরকারের শিল্পবান্ধব নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে আমরা দু'বছর আগে এখানে এসেছিলাম। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের (তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী) নেতৃত্বের প্রতি আমাদের এখনও অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা যে দু'বছর কাজ করেছি, সরকার আমাদের যে সমর্থন দিয়েছে এবং তারা যে সুবিধা দিয়েছে তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। দুর্ভাগ্যবশত আমরা বিরোধীদলগুলির থেকে লাগাতার আন্দোলন এবং বড় আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছি। যা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রকল্প সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।'টাটার ন্যানো প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন রতন টাটাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আমার মাথায় বন্দুক ঠেকালেও আমি মাথা সরাব না।'

তবে, এই প্রকল্পের বিদায় বেলায় রতন টাটা সেই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, 'দু'বছর আগে আমি বলেছিলাম, কেউ যদি আমার মাথায় বন্দুক ঠেকায়, তাহলেও আমি মাথা সরাব না। আমি মনে করি ট্রিগারেই চাপটা দিয়েছেন মিস ব্যানার্জি। ছাব্বিশে বঙ্গবাসীরা চাইছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারই শিল্পের নতুন জোয়ার আনবে এবং সিঙ্গুরে আবার কারখানা স্থাপন করে শিল্পের জোযার আনবে। মোদি'ই পারবেন সিঙ্গুরে আবার শিল্প নগরী স্থাপনা করতে। তাই চাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

চর্চাবাসর ৫৪

'সরকার' কথাটা ফারসি শব্দ। এর অর্থ প্রভু, মালিক, ভূস্বামী, শাসনকর্তা, ভূস্বামী,....। আর, বাংলায় পুঁটলি, পুঁটুলি, পুটুলি,এসেছে সংস্কৃত 'পোট্টলী' থেকে। পুদিনা কথাটা এসেছে ফারসি 'পোদিনাহ্' থেকে। ('সংসদ বাঙ্গালা অভিধান', পৃ ৬৭২, ৪২৯)।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জলপথে ‘গ্রিন মবিলিটি’র ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থাকে আগামী দিনের অগ্রাধিকারে রাখতে চাইছে কেন্দ্র সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কয়েকশো কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি জানান, জলপথ পরিবহণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সড়কপথের উপর চাপ কমানো এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণই কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, গত এগারো বছরে সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হয়েছে। তার ফলেই গত আর্থিক বছরে পণ্য পরিবহণে বন্দরে রেকর্ড তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি হুগলিতে বন্দরের এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেটের উদ্বোধনের ফলে বন্দর-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মোদী বলেন, ‘পণ্য পরিবহণের পাশাপাশি জলপথে যাত্রী পরিবহণ এবং পর্যটন বাড়াতে হবে। এতে সড়কের চাপ কমবে, দূষণও নিয়ন্ত্রণে থাকবে’ এই লক্ষ্যেই এদিন উদ্বোধন হওয়া বৈদ্যুতিক ক্যাটাম্যারানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বন্দর, সড়ক ও বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করে গ্রিন মবিলিটির একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে অগ্রণী ভূমিকা নেবে পশ্চিমবঙ্গ। রেল পরিকাঠামো নিয়েও বক্তব্য রাখেন মোদী। গত দু’দিনে রাজ্যে রেল সংযোগ বৃদ্ধির জন্য যে কাজ হয়েছে, তাকে ‘গত এক শতকে বিরল উদ্যোগ’ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে মোদীর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ও জলপথ-নির্ভর লজিস্টিক ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই বাংলাকে আগামী দিনের ‘গ্রিন কানেক্টিভিটি’ হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে কেন্দ্র।

অভিষেককে স্বাগত জানাতে মুখিয়ে বারাসাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে মুখিয়ে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাসদর বারাসত। শহর সেজে উঠেছে ঘাসফুলের পতাকা ও যুবরাজের ব্যানার ফেস্টুনে। জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকরা প্রবল উদ্দীপনায় অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় নেতা কি দিক নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য। বারাসত কাছারি ময়দানের সভাস্থল তৈরির শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

সোমবার দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ‘রণ সংকল্প সভা’ করতে আসার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর ২টো থেকে তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন। তার আগমনে বারাসতে জনসুনামি হবে, বারাসত শহর রুদ্ধ হয়ে যাবে বলেই অনুমান করছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে প্রশাসনের তরফে সোমবার বারাসাত শহরে সকাল ৮টা থেকে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত হেভি ভেহিকেলস ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়ে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে কিছু রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ও গন্ডগোল এড়াতে প্রচুর পুলিশ ও ট্র্যাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর বারাসত।

এদিন কাছাকাছি মাঠের সভাস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাসতের পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, উপ পুরপ্রধান তাপস দাসগুপ্ত, বসিরহাটের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, দেবাশিস মিত্র, লিঙ্কন মল্লিক, চয়ন দাস-সহ বহু তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এই সভামঞ্চে ভূত হাটিতে পারে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সারের কারনে জেলায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সড়কপথে আসবেন এবং ফিরেও যাবেন সড়কপথে। শহরে বিভিন্ন প্রান্তে থাকছে বহু জায়েন্ট স্ক্রিন।

হাতির হানায় হুলাপার্টির সদস্যের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার রাতে হাতির হানায় অজিত মাহাতো (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সাঁকরাইল ব্লকের বালিভাষা গ্রামের বাসিন্দা অজিতবাবু বনদপ্তরের হাতি তাড়ানো হুলা পার্টির সদস্য ছিলেন।

জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে খড়গপুর বন বিভাগের জটিয়া এলাকায় প্রায় চল্লিশটি হাতির একটি দল ঢুকে পড়ে। হাতিগুলিকে লোকালয় থেকে সরিয়ে দিতে অজিত মাহাতো সহ হুলা পার্টির কয়েকজন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাতিগুলিকে সরানোর সময় হঠাৎ একটি হাতি তাদের দিকে তেড়ে আসে। অন্যান্য সদস্যরা কোনওরকমে পালাতে সক্ষম হলেও অজিতবাবু পালাতে পারেননি। একটি হাতি তাঁকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালের মর্গ থেকে রবিবার তাঁর মৃতদেহ বালিভাষা গ্রামে নিয়ে যান। আধিকারিকরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য দেবু টুডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেব টুডু। রবিবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের কালনা দু’নম্বর ব্লকের সিঙেরকোন দোলতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে আদিবাসী ও মুসলিমদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়।

এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতেই এদিন বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব টুডু বলেন, মুসলিমদের নামের পদবী নিয়ে বিভ্রান্তির অজুহাতে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, কেউ ‘শেখ’, কেউ ‘সেখ’ লেখেন বলে তাঁদের নাম তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে উদ্দেশ করে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। দেবু টুডুর বক্তব্যে হুমকি সূচক মন্তব্যও উঠে আসে বলে অভিযোগ। তিনি বলেন, ‘মুসলিমরা নামের পদবীর শেষে কেউ শেখ আবার কেউ সেখ লেখেন তার জন্য নাম বাদ! তোর বাবাদের জবাব দেব, পাচন দিয়ে জবাব দেব। আমরা জ্ঞানেশ কুমারকে ধরতে যাব না, জ্ঞানেশ কুমারের যা ভাই আছে আমাদের পাড়ায়, তাদেরকে বলতে হবে, বিজেপি না-ছাড়লে এখানে বাস করতে দেব না।’

জেলা বিজেপির সভাপতি ও চালককে মারধরের অভিযোগে বনগাঁ থানার সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ জেলা বিজেপির সভাপতি ও গাড়ির ড্রাইভারকে মারধরের অভিযোগে বনগাঁ থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। শনিবার রাতে বনগাঁ কোরার বাগান এলাকায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষের গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরে জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ ও তার গাড়ির ড্রাইভারকে মারধর করার অভিযোগ তুলে রবিবার দুপুরে বনগাঁ থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি। সোমবার অর্থাৎ আজ সকাল দশটার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না-হলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন ও রাস্তায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। মানুষ রুখে দিয়েছে। বিজেপি সভাপতি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে। কয়েকজনের গায়ে হাত দিয়েছে। ওরা সব কিছুতে তৃণমূলের ভূত দেখছে। ওদের বিধায়কদের যে ভাষা সাধারণ মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে ভোটার লিস্ট পাবলিস্ট হলে ওদের মানুষ তারা করবে।

রাজ্যের পথশ্রী প্রকল্পে রিষড়ায় ভাঙাচোরা-বেহাল রাস্তা সেজে উঠবে নতুন ভাবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এমন এলাকাও ছিল, যেখানে রাস্তাই ছিল না। নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের পথশ্রী প্রকল্পের কল্যাণে শিল্পশহর রিষড়ায় ভাঙাচোরা, বেহাল রাস্তা সেজে উঠবে নতুন ভাবে। কোথাও বড় বড় গর্ত হয়েছিল। কোথাও আবার পিচের অংশ উঠে, বিপজ্জনক হয়েছিল রাস্তা। মাটির কাঁচা পথ পরিণত হবে পিচ রাস্তায়।

পুরসভার ২৩টি ওয়ার্ডের অলিগলিতে পিচ, ঢালাই ও ম্যাস্টিক মিলিয়ে প্রায় ৯ কিমি রাস্তা তৈরি হবে। এর জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে ৭ কোটি টাকা। শনিবার রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয়সাগর মিশ্র একটি সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার থেকেই প্রস্তাবিত রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজ করবে কেএমডিএ। কাজের তদারকি করবে রিষড়া পুরসভা। রিষড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়েলিংটন চটকল লাগোয়া এলাকা মূলত শ্রমিক মহলা।

জিটি রোডের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এখনও কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ষার সময়ে জলকাদা ও গরমের সময়ে ধুলো, বালির ঝাপটা পেরিয়েই সাধারণ মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন। পথশ্রী প্রকল্পে এ বার ওয়েলিংটন মিল লাগোয়া প্রায় এক কিমি নতুন পিচ রাস্তা তৈরি হবে। কাউন্সিলার সুখসাগর মিশ্র বলেন, রিষড়া চার নম্বর রেল থেকে রিষড়া পুরসভার সীমানা পর্যন্ত ম্যাস্টিক রোড তৈরি করা হবে। এই রাস্তা দিয়ে চটকল ও অন্যান্য কারখানার বড় বড় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আনতেই ম্যাস্টিক রোড তৈরি করা হবে। বিজয় মিশ্র বলেন, শুধু নতুন রাস্তা নয়। পুরসভার অধীনস্থ একাধিক পার্কের সৌন্দর্যায়ন, পুকুরের পাড় বাঁধানো, খেলার মাঠের খোলনলচে বদলে, নতুন চেহারায় ফেরানো ও রাস্তাঘাটে হাইমাস্ট টাওয়ার আলো বসানো হয়েছে।

সারের নামে হয়রানির অভিযোগে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সারের নামে মানুষকে হয়রানির অভিযোগে বসিরহাটের কাটিয়াহাট রোড অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ বিক্ষোভকারীদের। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সার নিয়ে নির্বাচন কমিশন অহেতুক হয়রানি করছে। আর তারই প্রতিবাদে রবিবার এই রাস্তায় গুঁড়ি ফেলে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সারের হয়রানির অভিযোগে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: সারের হয়রানির অভিযোগে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। ৯০০ ভোটারের মধ্যে ৪৭৫ ভোটারকে হেয়ারিংয়ের নোটিশ, তারই প্রতিবাদে এই রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে বাদুড়িয়ারর সিমুলতলা এলাকায়। মছলন্দপুর-বসিরহাট রোডের সিমুলতলা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সারের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ইলেকশন কমিশন। ৯০০ ভোটারের মধ্যে ৪৭৫ জন ভোটারকে বারবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তারা রুজি-রুটির দায়ে কাজকর্ম করবে নাকি বারবার শুনানিতে যাবে। তারই প্রতিবাদে রবিবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ।

রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ এবং নরনারায়ণ সেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কমলনগর অন্ন কুঠির সেবা সমিতির উদ্যোগে রটন্তী কালী মাতার পূজা ও মেলা উপলক্ষে দুঃস্থ মানুষদের জন্য শীত বস্ত্র বিতরন করা হয়। পাশাপাশি ২০০০ জনকে মায়ের ভোগ খাওয়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি বন্টু সাউ ও শ্যামসুন্দর সাউ, বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্যামসুন্দর মুখার্জি। এই বিষয়ে সংস্থার সম্পাদক স্বপ্না কোনার জানান, এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পেরে তাদের মধ্যে এক আলাদা আনন্দ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। তাঁরা এই কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

দ্বারকেশ্বরের চরে শত বছরের প্রাচীন মুড়ি মেলা

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: কথিত আছে, নারায়ণ একদা নারদ মুনির সাথে বাঁকুড়ার ওপর দিয়ে কোথাও একটা রওনা দিচ্ছিলেন। ভগবান নারায়ণের কানে গিয়েছিল চড়চড় আওয়াজ, তড়িঘড়ি নারায়ণ নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করেছিল কিসের আওয়াজ দেবর্ষি?নারদ মুনি উত্তর দিয়েছিলেন প্রভু বাঁকুড়ার লোকেরা মুড়িতে জল ঢেলেছে। এই তথ্য কতটা সঠিক তা স্পষ্ট না হলেও। হ্যাঁ মুড়িকে কেন্দ্র করেই বসে মেলা যা মুড়ি মেলা নামে খ্যাত।

রেওয়াজ ১০০ বছরের বেশি। তবে উচ্ছ্বাস একই রকমই আছে। রবিবার বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদের চরে মুড়ি মেলায় মাতলেন হাজার হাজার মানুষ। নদের চরে বালিতে গর্ত করে জল সংগ্রহ করে তা ছিটিয়ে রসিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মুড়ি খেলেন আট থেকে আশি।বাঁকুড়া জেলার সুপ্রাচীন এক জনপদ কেঞ্জাকুড়া সেখানেই ভিড় জমালেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থী।

বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় মুড়ি মেলার ইতিহাস অনেক পুরনো। কী ভাবে এমন ‘অদ্ভুত’ মেলা শুরু? কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদের পাড়েই রয়েছে সঞ্জীবনী মাতার আশ্রম। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয় এখানে। শেষ হয় মাঘের ৪ তারিখ। আগে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ সংকীর্তন শুনতে হাজির হতেন আশ্রমে। কথিত আছে, সে সময় কেঞ্জাকুড়া ছিল ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা। হরিনাম শুনে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। তার পর জঙ্গল পার করার কেউ সাহস দেখাতেন না। পরের দিন সবাইকে নিয়ে ৪ মাঘ দ্বারকেশ্বরের চরে চলে আসেন। সঙ্গে নেন মুড়ি। শীতের মিঠে রোদ পিঠে লাগিয়ে চলে জমিয়ে মুড়ি খাওয়া। মুড়ির অনুষঙ্গ হিসাবে তাঁরা সঙ্গে আনেন চপ, বেগুনি কিংবা অন্য কোনও তেলেভাজা। থাকে লঙ্কা, ঘুগনি, পেঁয়াজ, শসা, নারকেল, টম্যাটো, চানাচুর, তিল, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি।

এই সঞ্জীবনী মাতা আশ্রম

সকালে সঙ্গে আনা শুকনো মুড়ি দ্বারকেশ্বরের জলে ভিজিয়ে তা খেয়ে বাড়িতে ফিরতেন তাঁরা।

অতীতের সেই প্রয়োজন আজ আর না থাকলেও মুড়ি খাওয়ার ‘রেওয়াজ’ এখন উৎসবের চেহারা নিয়েছে। এখন আর শুধু হরিনাম সংকীর্তন শুনতে আসা মানুষ নন, কেঞ্জাকুড়া-সহ আশপাশের অন্তত কুড়িটি গ্রামের মানুষজন পরিবারের কমিটির মেম্বার তথা এই মুড়ি মেলার কনভেনার পার্থ চন্দ জানান, ‘অসংখ্য মানুষ এখানে ভিড় জমান, প্রশাসনের সহায়তায়ও আমরা পাই।’ ফি বছর একই ভাবে এই মেলা চলবে বলে তারা আশাবাদী। এই মুড়ি মেলায় আগত উন্নতিরা কেউবা প্রথম কেউবা আসছেন প্রতিবছর। তবে এই মেলাকে কেন্দ্র করে তাদের উচ্ছ্বাসও চোখে পড়ার মতো।

punjab national bank

পশ্চিমবঙ্গে অফিসস্থিত আইবিএ তালিকাভুক্ত সকল এএসএম-কে এএসএম নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
(স্পেশালাইজড মনিটরিং এর জন্য এজেন্সি)

পশ্চিমবঙ্গে আইবিএ তালিকাভুক্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির কাছ থেকে আইবিএ এর কাছ থেকে অনুমোদন পত্র প্রাপ্ত কপি সহ এএসএম নিয়োগের জন্য টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল টেন্ডার দাখিলের আহ্বান জানানো হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্দেশিকার জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://www.pnb.bank.in দেখুন।
ওয়েবসাইটে প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ডাকে/ক্যুরিয়ারে/হাতে হাতে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের পর গৃহীত টেন্ডার বাতিল হবে।
ঠিকানা : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লার্জ কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ৩য়তল, ইউনাইটেড টাওয়ার, ১১ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১।
তারিখ : ১৭.০১.২০২৬ **স্থান : কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার**

SBI

এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা
কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী ত্রিদিব মুখার্জি মোবাইল - ৯৪৩৫৭৩১৪৪২, ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে। এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিস্তারিততে বিস্তারিত বর্ণিত) এবং **‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - ২০.০২.২০২৬ সময় - ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**তরুণ মজুমদার** পিতা প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার, **ঠিকানা :** ১) **সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট,** ফ্ল্যাট নং এ, ৪র্থতলে, এনসি-১৮, অর্জুনপুর, তালতলা,উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৫৯। ২. বেলা নিবাস, এ/এএস-১২/৭স, অর্জুনপুর, রথতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৫৯ ৩. থানা সৃজন টেক পার্ক, ১০মতল, ডিএন -৫২, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১। ৪. বাজাজ অ্যালায়েন্স লাইফ ইনস্যুরেন্স, ১১৮, ২য়তল, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, গৌরী বাড়ি ক্রসিং এর নিকট, কলকাতা-৭০০০০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সংযুক্ত প্লট বাস্তু জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাট নং এ, ৪র্থতলে, দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা লবি, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, অবস্থিত উক্ত ভবনে নাম সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট । উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা -অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, আরএস নং ১৬০, তৌজি নং ১৮১, হাল তৌজি নং ৩০৮৩, পরগনা -কলিকাতা, থানা পূর্বতন রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, সিএস দাগ নং ১১১, আরএস দাগ নং ১২১, এলআর দাগ নং ১৫৩, সিএস খতিয়ান নং ৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১১৭, এলআর খতিয়ান নং ২৪৮২,	১৩,১০,৮৩৬.৩০ টাকা **(তেরো লাখ দশ হাজার আটশ ছত্রিশ টাকা এবং তিরিশ পয়সা) ০৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ।	২১,৪৬,০০০ টাকা / ২,১৪,৬০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা

এডিএসআরও বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং আরজিএম-১৫/১০, আরজিএম-১৫/১১ এবং আরজিএম-১৫/১২, ওয়ার্ড নং ১৫, প্রেমিসেস নং এনসি-১৮, অর্জুনপুর, পশ্চিম পাড়া, তালতলা, কলকাতা -৭০০০৫৯,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১১৯০৯ থেকে ১১৯৩১, দলিল নং ১১৯৯৮ -২০১৩ সালের। **সম্পত্তি শ্রী তরুণ মজুমদার পিতা প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার এর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী শম্ভু পাল এর ভবন। **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ (অর্জুনপুর পশ্চিম পাড়া)। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** অন্যান্যর জমি।

দখলের ধরণ - স্বত্ব দখলীকৃত **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০২.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন
• ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৯.০১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রাজারহাট, কলকাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK (CIN NO:L65190MH2004GOI148838)

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ
৮ম তল, আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লিউটিসি কমপ্লেক্স, কাফে প্যারাডে
মুম্বই - ৪০০ ০০৫
ফোন : ০২২-৬৬৫৫২৫০০, ৬৬৫৫২২৫৬

কারণ দর্শানোর নোটিশ
ঋণগ্রহীতা : চন্দ্র প্রোটেকো লি (সিপিএল)
রেজি. অফিস, রুম নং ৩৫, ৩য় তল, ২-বি, গ্র্যান্ট লেন, কলকাতা-৭০০০১২

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আরবিআই মাস্টার ডিরেকশনস অন ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কস (রিজিওনাল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ) অনুযায়ী জালিয়াত শ্রেণিভুক্ত করার প্রক্রিয়া এবং অল ইন্ডিয়া ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখ (মাস্টার ডিরেকশনস) শুরু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্তৃক কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে এবং তা অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে।

নাম	ঠিকানা	পদাধিকার (ঋণগ্রহীতা/ প্রমোটার/ডিরেক্টর/পার্টনার/ প্রপাইটর/সহযোগী)
শ্রী মুকুল গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	ম্যানেজিং ডিরেক্টর/প্রমোটার
শ্রীমতি অপর্ণা গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	পুরা সময়ের ডিরেক্টর/প্রমোটার
শ্রী জগদীশ কুমার কেশরওয়ানি	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	পুরা সময়ের ডিরেক্টর
শ্রী রঞ্জিত গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	ডিরেক্টর
শ্রী অনিলেশ গুপ্তা	৫৩, টেগোর টাউন, এলাহাবাদ, উত্তর প্রদেশ-২১১০০২	ডিরেক্টর
হরি ব্যাপার প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
সারদা কনফাইন প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
দাতুম সিকিউরিটিজ প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৩য়তল, কলকাতা-৭০০০১২	কর্পোরেট জামিনদাতা
ভার্চুয়াস হোল্ডিংস প্রা লি.	রেজিস্টার্ড অফিস - মার্কেনটাইল বিল্ডিং ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য়তল, ব্লক -ই, কলকাতা-৭০০০০১	কর্পোরেট জামিনদাতা

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাগুলি, আগ্রহী হলে, ক) অবিলম্বে কারণ দর্শানোর নোটিশ স্বয়ং বা যথাযথভাবে অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচিতির প্রামাণ্য নথি পেশ করে উক্ত ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। খ) সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে মাস্টার ডিরেকশন নিয়ম মতে তাদের নাম জালিয়াত হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হবে না এবং পরবর্তীতে ব্যবস্থা গৃহীত হবে না তা কারণ দর্শাতে পারেন।
তারিখ : ১৯.০১.২০২৬ স্বা/-
স্থান : মুম্বই অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মেসার্স বেঙ্গল অ্যাকুয়া সেন্টার, শ্রী শেখ আরসিদুল মহম্মদ এবং শ্রীমতি জাহিরুন বিবি	ক) **১২৫৯৭৪৭৩ টাকা** লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৪১১৬৯৫১৫, ১২.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৭০৪৮২২.৭৪ টাকা** লোন এ/সি নং ৯২২০৬০০৫০৩৯৮১৯০, ১২.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১২.০৮.২০২৫ গ) ১৭.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৪ ডেসিমেল অবস্থিত প্লট নং ১০০৬, খতিয়ান নং ১০২৭, মৌজা -ভাইতগড়, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।
সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৪.৫৫৭ ডেসিমেল অকৃষি জমি এভং ভবন প্লট নং ৩৮৫৪, মৌজা -উত্তর দুর্গা কাঁথি, তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মেসার্স মীর এন্টারপ্রাইজ এবং শ্রী মীর মুরসেলিম হোসেন	ক) ৬১৬১১৯১.১৪ টাকা লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০৩৭৪৩৭০৫১, ০৩.০২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৪.০২.২০২৫ গ) ১৭.০১.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৮ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা-শেরপুর, জেএল নং ১০২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮২, প্লট নং ৪৫৬, থানা ভগবানপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ , সকল ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

তারিখ : ১৯.০১.২০২৬ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ‘মা’য়ের গাঁয়ে গড়াল রেলের চাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জটিলতা কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আরো একধাপ এগোল বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর রেল যোগাযোগ। আজ ‘মা’য়ের গাঁ হিসাবে পরিচিত মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি জয়রামবাটিতে গড়াল বহু প্রতিক্ষিত রেলের চাকা। স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দের জোয়ারে ভাসলো জয়রামবাটি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ।

জীবদ্দশায় মা সারদা কলকাতা যাতায়াত করতেন বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে। এজন্য তাঁকে জয়রামবাটি থেকে বিষ্ণুপুর স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তা যাতায়াত করতে হত গোরুর গাড়িতে। সেই জয়রামবাটিকে রেলপথে যুক্ত করার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। ২০০০- ২০০১ অর্থবর্ষে মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর রেলপথ নির্মাণের প্রকল্পের সূচনা করেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেলপথ নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে প্রস্তাবিত ওই প্রকল্পে ২০১০ সালে বিষ্ণুপুর থেকে গোকুলনগর ও ২০১২ সালে

বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ময়নাপুর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এরপর ভাবাদিঘির জমিজটের কারনে দীর্ঘদিন ধরে কার্যত থমকে যায় রেলপথ নির্মাণের কাজ। ভাবাদিঘির জমিজট কাটতে ফের সম্প্রতি এই রেলপথ নির্মাণ শুরু হয় ঝড়ের গতিতে। চলতি বছরের মার্চ মাসে এই জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ২৭ মার্চ জয়রামবাটি পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে ট্রেন চালিয়ে ওই লাইনে ট্রেন চলাচলে সবুজ সংকেত দেয় কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। এরপরে জোরকদমে শুরু হয় ট্রেন চলাচলের অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির কাজ। এদিন প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে এসে জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের সূচনা করার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীবাহী একটি ট্রেন মায়ের গাঁ হিসাবে পরিচিত জয়রামবাটি স্টেশন থেকে ছেড়ে বাঁকুড়ার উদ্যেশ্যে রওনা দেয়।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত এই একটি ট্রেন প্রতিদিন বাঁকুড়া থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত যাতায়াত করবে। অদূর ভবিষ্যতে এই রেল লাইন তারকেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে সরাসরি হাওড়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এর ফলে শুধু এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির বদল হবে তাই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পর্যটনেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটবে। এদিন জয়রামবাটি পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের সূচনা লগ্নে শুধু জয়রামবাটি গ্রামের মানুষ নয় আশপাশের বহু এলাকার মানুষ এমনকি স্থানীয় বিভিন্ন মন্দির ও মিশনের সাধু সন্যাসীরাও স্বপ্নপুরণের সাক্ষী থাকতে হাজির হয়েছিলেন মাতৃ মন্দিরের আদলে তৈরি সুদৃশ্য জয়রামবাটি স্টেশনে। চোখের সামনে এভাবে স্বপ্ন পূরণ হতে দেখে তাঁরাও যথেষ্ট খুশি।

এসআইআরে ভুল নোটিশ ও ‘টার্গেটে’র অভিযোগে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বটতলা এলাকা। প্রশাসনের পাঠানো নোটিশের প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে বাদশাহী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় কয়েক হাজার মানুষ। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, প্রশাসন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি নির্দিষ্টি শ্রেণীকে টার্গেট করে এই নোটিশ পাঠাচ্ছে। অতি সামান্য বা তুচ্ছ ভুলের কারণে সাধারণ মানুষকে নোটিশ পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, বেছে বেছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতেই বেশি মাত্রায় নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।পুরোটাই পরিকল্পনা করে।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকার ৬০ থেকে ৮১ নম্বর বুথ, অর্থাৎ মোট ২৩টি বুথের মানুষ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই অবরোধে অংশ নেন। ওই অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয় বলে দাবি করা

হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বটতলা এলাকায় বাদশাহী রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। অবরোধের জেরে রাস্তার দু’পাশে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বহু যানবাহন, চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ না প্রশাসন এই ‘গণহারে’ নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করছে এবং বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান করছে, ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মঙ্গলকোট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ।

অন্যদিকে একই দাবিতে বর্ধমান কাটোয়া রাস্তায় নিগনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের জেরে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বালুরঘাটে অবরোধ, কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আনন্দ স্থায়ী হলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের দুমোইর গ্রামে রাস্তার কাজ চলাকালীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, নতুন রাস্তা তৈরি হওয়া মাত্রই তা ভেঙে যাচ্ছে, যা কার্যত সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট শহরের বিশ্বাসপাড়া মোড় থেকে অযোধ্যা হয়ে শালগ্রাম পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই যন্ত্রণার অপর নাম ছিল। দুমোইর, ডোল্লা, কাদাপাড়া সহ ১০টি গ্রামের মানুষ ভাঙাচোরা এই রাস্তায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতেন। অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেরামতের কাজ শুরু হওয়ায় গ্রামবাসীরা আশার আলো দেখলেও, কাজের গুণমান দেখে সেই আশা দ্রুত ক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

রবিবার সকালে কাজ চলাকালীন গ্রামবাসীরা লক্ষ্য করেন, পিচ ঢালার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হালকা যান চলাচলের ফলে রাস্তার

উপরিভাগ উঠে আসছে। হাত দিয়েই রাস্তার পিচ তুলে ফেলা যাচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। প্রকল্পের কোনো তথ্য সংবলিত বোর্ড বা সময়সূচী না টানিয়েই অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে কাজ সারছিলেন ঠিকাদার। স্থানীয় এক বাসিন্দা সাধন দেবনাথ বলেন, ‘অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে। রাস্তা দিয়ে হেটে যেতেই পিচ উঠে যাচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।’

এদিন সকালে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় ডোল্লা, কাদাপাড়া ও দুমোইর এলাকার মানুষের। কয়েকশো গ্রামবাসী একজোট হয়ে নির্মাণকাজ আটকে দেন। তাঁদের সাফ দাবি, উৎসবের ব্যানারের মতো ক্ষণস্থায়ী কোনও রাস্তা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ না-করলে নির্মাণ সংস্থাকে আর কাজ এগোতে দেওয়া হবে না।

গ্রামবাসীদের এই তীব্র প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে নির্মাণ সংস্থা। এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রশাসন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে কাজের মান তদন্ত করুক। শুধুমাত্র লোকদেখানো মেরামতি নয়, বরং একটি টেকসই এবং মজবুত রাস্তা যাতে তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।ততদিন পর্যন্ত ভাঙা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন তাঁরা, এর ফলে রাস্তার উন্নয়ন এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের, প্রতিবাদে অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: রবিবার সাত সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক যুবকের এলাকায় শোকের ছায়া। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সকাল ৬৩০ টা নাগাদ উখড়া মাধাইগঞ্জ রোডের সরপি মোড়ে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পরিতোষ রুইদাস (২৫) নামে এক যুবকের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তা পারাপার করছিল পরিতোষ। সেই সময় উখরার দিক থেকে একটি ১৬ চাকার বড় লরি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পরিতোষের। দুর্ঘটনার খবর চাউর হতেই সেখানে ভিড় জমায় প্রচুর মানুষ। ক্ষতিপূরণ ও যান নিয়ন্ত্রণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে রাস্তা অবরোধ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ি ও দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ। এর মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয় আরও পুলিশ। আসেন সিআই পিন্টু মুখার্জি, স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তৃণমূলের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক সহ অন্যরা। দীর্ঘক্ষণ পরে তাদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অবরোধ উঠলে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। মৃত পরিতোষের বাড়ি সরপি গ্রামে। তার এক আত্মীয় জানান এদিন সকালে বাড়িতে চা খেয়ে মোড়ের দিকে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপরই জানতে পারি দুর্ঘটনার কথা। স্থানীয়দের অভিযোগ এই এই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কারখানায় বড় গাড়ি যাতায়াত করে। যান নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান তাঁরা।

‘শ্রীহরি সহাম’

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীহরি চন্দননগর চারুকলা অ্যাকাডেমির যাত্রা শুরু ১৯৮৮ সালে তারপর থেকে একটু একটু করে এগিয়ে চলা, ১৯৯৫ সালে ‘অল-ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন পেয়ে শনিবার ২০২৬ সালে এই অ্যাকাডেমি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এই অ্যাকাডেমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে, ২০২৬ সালে ১৬,১৭,১৮ জানুয়ারি বার্ষিক চিত্রকলা প্রর্দশনী, পুরস্কর বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করল ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ শুক্রবার চলবে ১৮ জানুয়ারি রবিবার পর্যন্ত, এই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ যেমন শোভন মুখোপাধ্যায়, অশোক গাঙ্গুলি ও হিরন্ময় চ্যাটার্জি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, সমস্ত অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে পরিচালান করলেন একাডেমীর অধ্যক্ষ কুণাল কুমার দাস ও অধ্যাক্ষা সীমা দাস, ভাষ্যকার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষীত চক্রবর্তী।

এসআইআর শুনানি নিয়ে বিডিও অফিসগুলিতে বিক্ষোভ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এসআইআর শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরেই বিডিও অফিসগুলিতে বিক্ষোভ। পুড়শুড়া বিডিও অফিসের পর এবার খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিসেও এসআইআর শুনানি ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিস চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ।

একদিকে প্রশাসনিক ভবনের ভেতরে ও বাইরে চলে বিক্ষোভ, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষপুরে রাস্তায় পথ অবরোধ করা হয়। এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নেই। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে নোটিশ ধরানো হচ্ছে বলে দাবি তাদের। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রশাসনের কিছু আধিকারিক ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষকে হয়রানি করছে। সেই কারণেই সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না নোটিশ সংক্রান্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে জানানো হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। এই ঘটনার জন্য সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য সাধারণ মানুষকে উস্কানি দিচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিডিও অফিসে নোটিশ পাওয়াকে হাতিয়ার করে বিক্ষোভ ও পথ

অবরোধ সংগঠিত করা হচ্ছে। বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, প্রশাসনিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করা এবং রাস্তা অবরোধ করা সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী। এতে সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়ছে এবং আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিঘ্নিত হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্ব আরও বলে, এসআইআর শুনানি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।

এর সঙ্গে রাজনীতি জুড়ে দিয়ে তৃণমূল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা অনুচিত।তবে বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। পালটা বক্তব্যে তৃণমূল নেতারা বলেন, বিজেপি মানুষের স্বার্থের কথা ভাবছে না। মানুষের ন্যায্য দাবি দমিয়ে রাখতেই বিজেপি সংবিধানের কথা তুলছে। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, সাধারন মানুষকে অহেতুক সমস্যায় ফেলা হচ্ছে। বিজেপি এই সব করছে। ২০২৬ সালে তৃণমূল আবার ক্ষমতায় আসছে। এই ভাবে আটকানো যাবে না।

পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনির সামনে ক্যাপসুল সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বড় বিপদের হাত থেকে রেহাই পেলেন একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রেলারের চালক ও খালাসি।

জানা গিয়েছে, কাঁকসার গোপালপুর থেকে পানাগড় শিল্পতালুকে বেসরকারি কারখানায় যাওয়ার পথে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রেলারে থাকা ক্যাপসুল সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করার ফলে চালক ট্রেলার টিকে কাঁকসার বিরুডিহায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এর পর গাড়ির চালক কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে দমকলকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকার কলকাতাগামী রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায় জান চলাচল। দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে দেন। খবর দেওয়া হয় সংস্থার আধিকারিকদের। প্রায় এক ঘন্টা পর সংস্থার আধিকারিকরা

ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেরামতের কাজ শুরু করে। দমকলের আধিকারিক প্রকাশ দাস জানন, তাঁরা খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তবে বড় কোনও ঘটনা না ঘটলেও জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বিপদ এড়াতে সকলকেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ির চালক ও খালাসি গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তবে গাড়িটি পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনির গেটের থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে থাকায় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল।

গাড়ির চালক উৎপল হাজরা জানায়, সে যখন টোল প্লাজা পার করে। তখন থেকেই আওয়াজ পায় গ্যাস লিক হওয়ার। রাজবাঁধ পৌঁছাতেই পাইপ ফেটে বিকট শধে গ্যাস বের হতে থাকে। রাজবাঁধে যেখানে দাঁড় করিয়েছিল। সেখানে হাসপাতাল রয়েছে।বহু মানুষের ভিড় ছিল। তাই নিরাপদ স্থানে গাড়িটিকে দাঁড় করানোর জন্য এগিয়ে এসে বিরুডিহায় ট্রেলার টিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রায় ১০ টা পর্জনয় কলকাতা গামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।বিকল্প পথ হিসেবে পুরাতন জাতীয় সড়ক দিয়ে সমস্ত গাড়িকে পারাপার করায় কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। এদিন গ্যাস সংস্থার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাইপ মেরামত করে ট্রেলারটিকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাঠালে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বোরো চাষে জল ছাড়তেই আরামবাগে ভাঙল বাঁশের সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বোরো ধান চাষের জন্য জল ছাড়তেই আরামবাগের কেশবপুর ফেরিঘাটে বিপর্যয় নেমে এল। অতিরিক্ত জলপ্রবাহের চাপে ফেরিঘাট সংলগ্ন বাঁশের সেতুটি ভেঙে পড়ে। আচমকা এই ঘটনায় দুই পাড়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বোরো চাষের প্রস্তুতির জন্য খাল ও নদীতে জল ছাড়া হয়েছিল। সেই সময়ই জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়া বাঁশের সেতুটি অতিরিক্ত স্রোতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যবশত সেতু ভাঙার সময় সেখানে কেউ পারাপার করছিলেন না, ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই বাঁশের সেতুটি কেশবপুর ও আশপাশের একাধিক গ্রামের মানুষের নিত্য যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, কৃষক ও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন এই সেতু ব্যবহার করতেন। সেতু ভেঙে পড়ায় তাঁদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। বিকল্প পথে ঘুরে যেতে অনেক বেশি সময় লাগছে।

এই বিষয়ে কেশবপুর এলাকার বাসিন্দা রমেন রায় বলেন, বর্ষার পর এই মুণ্ডেশ্বরী নদীতে বাঁশের সেতু তৈরি করা হয়। চাষিরা যাতে ফসল মাঠ থেকে খামারে নিয়ে আসতে পারে। পাশাপাশি আরামবাগ থেকে পুড়শুড়া যেতে হলে এই সেতুটি ব্যবহার করা হয়। সময় খুব কম লাগে। কিন্তু বোরো জলের চাপে সেতুটি ভেঙে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হবে এলাকার মানুষকে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। দ্রুত অস্থায়ী সেতু নির্মাণ ও স্থায়ী পাকা সেতুর দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির বুথ বিজয় অভিযান, কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া বিজেপি মণ্ডল ২-এর পক্ষ থেকে রবিবার শ্যামলা অঞ্চলের ভুঁড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির বুথ বিজয় অভিযান ও শীতের কম্বল বিতরণ কর্মসূচি। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল, জামুড়িয়া বিজেপি মণ্ডল ২-এর মণ্ডল সভাপতি রাহুল বাউরি থেকে শুরু করে বিজেপির একাধিক নেতা নেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা।

মঞ্চে উপস্থিত বিজেপি নেতা নেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা নিজ নিজ বক্তব্যে বর্তমান রাজ্য সরকারের নানান দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। যেখানে কয়লা চুরি, বালি চুরি, চাল চুরি থেকে শুরু করে ফাইল চুরির মতো বিভিন্ন ঘটনা যা ১৫ বছরের রাজ্যের বুকে ঘটেছে সেই বিষয়গুলিও উল্লেখ করে তীব্র আক্রমণ শানান বর্তমান রাজ্য সরকারকে।

জঙ্গিপাড়া থানার শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সম্প্রতি হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপাড়া থানার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক মানবিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। এদিন জঙ্গিপাড়া থানার ব্যবস্থাপনায় ও মেরিটোরিয়াম ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, এর সহযোগিতায় রাজবলহাট সুপারিবাগান এলাকায় শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা মহকুমার

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক যিনি তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দেন। এদিন জঙ্গিপাড়া থানার আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৭০ জন দুস্থ ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। পুলিশের এই উদ্যোগে উপকৃত হন এলাকার বহু দরিদ্র ও অসহায় মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের এই মানবিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমাজমুখী কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন বড় বাবু নাজিরউদ্দিন আলি।

দুর্গাপুর ক্লাব কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ক্লাব কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের উদ্যোগে দুর্গাপুর ডিপিএলের এ-জোন আদি বেদির পূজা ময়দানে অনুষ্ঠিত হল এক বিশাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

ক্লাব কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মৈনাক মজুমদার জানান, দুর্গাপুরের মোট ২৫টি ক্লাবকে নিয়ে ২৪টি ইভেন্টে প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের প্রাক্তন মেয়র ও বিধায়ক অপূর্ব মুখার্জি, এডিডিএর চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন পরিচালন সমিতির সদস্য দীপঙ্কর লাহা, বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সঞ্জয় মাঝি-সহ ডিপিএলের আধিকারিকরা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

রটন্তী কালীপুজোর একশো বছর পূর্তিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রটন্তী কালীপুজোর একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আরামবাগে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আরামবাগের কালীদোনা ও কাষ্ঠদহী সৎচাষী বারোয়ারী কমিটির উদ্যোগে এদিন সকালে আয়োজন করা হয় বিশাল হোম যজ্ঞ এবং রাতে বিশেষ পুজোপাঠ। শতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণীয় করে তুলতেই এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

এদিন সকালে মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে ১০৪ জন ব্রাহ্মণ হোম যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। উদ্যোক্তাদের কথায়, একসময় এই অঞ্চল ছিল জঙ্গলঘেরা প্রাচীন জনপদ। সেই সময় গ্রামের প্রবীণ মানুষরাই গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রটন্তী

কালী পুজো ও হোম যজ্ঞের সূচনা করেন। সেই ঐতিহ্য আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে।সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বিশ্বশান্তি কামনায় এদিন বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। দুপুরে ভক্তদের জন্য অন্নভোগের ব্যবস্থা করা হয়। শতবর্ষের পুজোয় ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাতে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে মা রটন্তী কালীর বিশেষ পুজোপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। তবে শিষ্টাচার মেনে এদিন রাতে খিচুড়িভোগ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জগৎনাথ দাস বলেন, ‘এই রটন্তী কালীপুজো সুচনা করে আমাদের পূর্বপুরুষ। আনুমানিক ১০০ বছরে এই পুজো পদার্পণ করেছে। তাই হোমযজ্ঞ করা হচ্ছে।’ নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে শুক্রবার পুজোপাঠের সুচনা হয়। রাতে রীতি মেনে মা কালীর পুজোপাঠ হবে। অপরদিকে পুজো কমিটির সভাপতি অশোক মন্ডল বলেন, মা রটন্তী কালী পুজোর শতবর্ষ পালন করছি। সকল গ্রামবাসীর উদ্যোগে এই পুজো হচ্ছে। বিশ্বশান্তি জন্য এই হোমযজ্ঞ ও পুজোপাঠ।

প্রসঙ্গত, হিন্দুধর্মে মা কালীর আরাধনা সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন তিথিতে দেবীর বিভিন্ন রূপের পুজো করা হয়। মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপুজো হয়।কথিত আছে, শ্রীরাধা বনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করতেন বলে তাঁর শাশুড়ি জটিলা এবং ননদিনী কূটিলা শ্রীরাধার নামে কলঙ্ক রটিয়ে ছিলেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য একদিন গোপনে তারা আয়ান ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাধার পিছু নেন। আয়ান ঘোষের আরাধ্যা দেবী ছিলেন কালী।

অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ জটিলা-কূটিলার গোপন অভিপ্রায় জানতে পেরে স্বয়ং কালীরূপ ধারণ করেছিলেন। শ্রীরাধাও কালীরূপী শ্রীকৃষ্ণকে কদম্ব বৃক্ষের মূলে ফল, ফুল দিয়ে পুজো করেছিলেন। এদৃশ্য দেখে জটিলা, কূটিলা ও আয়ান ঘোষের ভুল ভাঙে এবং শ্রীরাধা যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি তা বুঝতে পেরেছিলেন। এই ঘটনাটি স্মরণ করেই ভক্তজন রটন্তী কালীপুজো করে।

ফের জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে পাক ড্রোন

শ্রীনগর, ১৮ জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে ফের দেখা মিলল রহস্যময় ড্রোনের। সূত্রের দাবি, সেগুলি পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়েছে। এই নিয়ে এক সপ্তাহে চতুর্থবার উপত্যকার আকাশে দেখা মিলল পাক ড্রোনের।

জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরের দু'টি জায়গায় রহস্যজনক ড্রোনের দেখা মেলে। সেনা ক্যাম্পের কাছে সেগুলি পাক খাচ্ছিল বলে খবর। কিন্তু ড্রোনগুলিকে ধ্বংস করা যায়নি। কিছু সময় পর সেগুলি পুনরায় সীমান্তের ওপারে ফিরে যায়। এক সপ্তাহে এই নিয়ে চতুর্থবার এমন ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে উদ্বেগ। সম্প্রতি সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী জানিয়েছিলেন, নিয়ন্ত্রণরেখায় ড্রোন ওড়ানো নিয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও থামার লক্ষণ নেই।

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানা এবং তার প্রত্যাঘাত হিসাবে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদের মধ্যে টানাপড়েন চরমে। এই আবহেও ধারাবাহিক ভাবে ভারতে পাক ড্রোন পাঠিয়ে চলেছে পাকিস্তান। গত ৯ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে অন্তত ১২ বার হানা দিয়েছে পাক ড্রোন। তা থেকেই অনেকের আশঙ্কা, তবে কি জম্মু-কাশ্মীরে আবার বড়সড় হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে?

মাঝ-আকাশে বোমাতঙ্ক, লখনউয়ে জরুরি অবতরণ

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি: দিল্লি থেকে বাগডোগরার পথে উড়েছিল ইন্ডিগো সংস্থার বিমান। বোমাতঙ্কের কারণে রবিবার সকালে লখনউয়ে জরুরি অবতরণ করে সেই বিমান। তাতে সওয়ার ছিলেন ২৩৮ জন যাত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানে ২৩০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আটটি শিশু। দু'জন পাইলট এবং ছ'জন কর্মী সওয়ার ছিলেন। লখনউ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা রবিবার সকাল ৮টা ৪৬ মিনিট নাগাদ বোমাতঙ্কের খবর পান। ৯টা ১৭ মিনিটে অবতরণ করানো হয় সেটি।

ইন্ডিগো সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ৬ই ৬৬৫০ বিমানটিতে মাঝআকাশে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। সেটি লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। প্রোটোকল মেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়, যাত্রীদের সমস্যা কমানোর সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁদের পরিস্থিতির বিষয়ে জানানো হয়েছে। যাত্রী এবং বিমানকর্মীদের সুরক্ষাকেই সংস্থা অগ্রাধিকার দেয় বলে জানানো হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভেদ নিজাম বলেন, 'দিল্লি থেকে বাগডোগরার

উদ্দেশ্যে একটি বিমান আসছিল, সেটিকে লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে।'

লখনউয়ের এসিপি (অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার) রজনীশ বর্মা জানিয়েছেন, বিমানের শৌচালয়ে একটি টিস্যু পেপার মেলে, যাতে লেখা ছিল, 'বিমানে বোমা রয়েছে'। তা দেখার পরে আতঙ্ক ছড়ায় বিমানে। দিল্লি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার সময়ে মাঝ-আকাশে সেই টিস্যু কাগজ উদ্ধার হয়। বিমানটিকে তড়িঘড়ি লখনউ বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়। সেখানে আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয় সেটিকে। যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। এসিপি বর্মা জানিয়েছেন, বিমানে শুরু হয় তল্লাশি। লখনউ বিমানবন্দরে বিমানটি যেখানে রাখা হয়, সেখানে পৌঁছয় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল এবং সিআইএসএফ।

নিখোঁজ ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করে 'বীরাঙ্গনা' আরপিএফ চন্দনা সিং

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: রেলস্টেশন থেকে নিখোঁজ ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করে রেলের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন উত্তরপ্রদেশের এই মহিলা আরপিএফ আধিকারিক। এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে চন্দনার দল মোট ১৫০০টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। শুধু ২০২৫ সালেই চন্দনার দল ১০৩২ জন শিশুকে উদ্ধার করে। তার মধ্যে ৩৯ জন পাচার হয়েও গিয়েছিল। তাদেরকেও উদ্ধার করা গিয়েছে। অসামান্য এই কৃতিত্বের জন্য রেলের সর্বোচ্চ সম্মান 'অতি বিশিষ্ট রেল সেবা' পুরস্কার পেলেন উত্তরপ্রদেশের আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিং। একটা সময় উত্তরপ্রদেশের একাধিক রেলস্টেশন থেকে একের পর এক বাচ্চা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠায় আরপিএফের তরফে চন্দনা সিংকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি একটি দল গঠন করেন। ২০২৪ সালে 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' শুরু হয় চন্দনার নেতৃত্বে। লখনউয়ের চারবাগ স্টেশন এই অভিযান শুরু হয়েছিল। এর পর অভিযোগের মাত্রা অনুযায়ী মানচিত্র তৈরি করে একাধিক রেল স্টেশনে আচমকা অভিযান চালায় চন্দনার নেতৃত্বাধীন আরপিএফের একটি দল। তাতেই একাধিক

শিশুপাচার চক্রের হদিস মেলে। প্রাথমিক ভাবে ১৫২টি শিশুকে পাচার হওয়ার আগে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

পাহাড়ের কোলে মিলল ইন্দোনেশিয়ার বিমানের ধ্বংসাবশেষ

জাকার্তা, ১৮ জানুয়ারি: শনিবার ওড়ার পরই নিখোঁজ হয়ে যায় ইন্দোনেশিয়ার একটি যাত্রীবাহী বিমান। অবশেষে পাওয়া গিয়েছে এই বিমানের ধ্বংসাবশেষ। রবিবার আধিকারিকরা এই খবর জানিয়েছেন। মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে মাকাসার বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় টার্বোপ্রপ এটিআর ৪২-৫০০ বিমানটির সঙ্গে এটিসি-র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর প্রায় একদিন পরে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

রবিবার সকালে স্থানীয় অনুসন্ধান দল এবং বিমান কর্মীরা মারোস অঞ্চলের মাউন্ট বুলুসারাউং-এর ঢালে বিমানের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখেন। জানা গিয়েছে, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিমানের একটি ছোট জানালা, বিমানের কিছু অংশ এবং বিমানের লেজের অংশ পাওয়া যায়। এই ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হওয়ায় বাকি অংশ উদ্ধার করা অনেক সহজ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই সাফল্য সত্ত্বেও, উদ্ধারকারীরা কঠিন ভূখণ্ড, ঘন কুয়াশা এবং তীব্র হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। এরফলে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছানো কঠিন হয়েছে। এই কারণেই ধ্বংসাবশেষ কিছুটা পাওয়া গেলেও পুরোটা খুজে পেতে বেশি কিছুটা সময়

লাগবে।

জানা গিয়েছে, এটিআর ৪২-৫০০ নামে ওই উড়ানটি শনিবার বেলায় ইন্দোনেশিয়ার যোগকার্তা থেকে মাকাসার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পর আচমকা সেটির সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। উড়ানটিতে 'ক্রু' সমেত মোট ১১ জন যাত্রী ছিলেন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সরকারিভাবে এখনও ওই বিমানসংস্থা কিছুই জানায়নি। তবে মুখ খুলেছে ইন্দোনেশিয়া সরকার। সে দেশের পরিবহন মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছে, বিমানটিকে খোঁজার চেষ্টা চলছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ। সমস্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিমানসংস্থা বিবৃতি দেবে বলে সূত্রের খবর।

রণদামামা

৩৯ বছরে প্রথম! ইতিহাস গড়ল নিউজিল্যান্ড

কোহলি-রানার আপ্রাণ চেষ্টাতেও লজ্জার রেকর্ড ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে আপ্রাণ লড়াই করেও শেষ রক্ষা হল না ভারতের। বিরাট কোহলি ও হর্ষিত রানা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালালেও নিউ জ্লিল্যান্ডের বোলারদের সামনে তা যথেষ্ট হয়নি। ৪১ রানে হার মানল ভারত, আর তার সঙ্গেই হাতছাড়া হল এক দিনের সিরিজ। ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল কিউয়িরা। এর ফলে ইতিহাসও গড়ল নিউ জ্লিল্যান্ড;ভারতের মাটিতে এই প্রথম তারা এক দিনের সিরিজ জয় করল। ২০২৪ সালে টেস্ট সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্যের পর এ বার এক দিনের ক্রিকেটেও একই ছবি। শেষ বার ১৯৮৭ সালে পাকিস্তান ভারত সফরে এসে টেস্ট ও এক দিনের;দু'টি সিরিজই জিতেছিল। ঠিক পরপর নয় হলেও, সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনল এই নিউ জ্লিল্যান্ড দল। আর এই হার শুধু একটি সিরিজ হার নয়, বরং বড় প্রশ্ন তুলে দিল ভারতীয় দলের বর্তমান কাঠামো, বিশেষ করে কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমন গিলের জুটি নিয়ে। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তাই অনেকেই বলতে পারেন, এই এক দিনের সিরিজের গুরুত্ব সীমিত। কিন্তু গম্ভীরের কোচিংয়ে কোনও হারই গুরুত্বহীন থাকে না। প্রতিটি ম্যাচেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। এই সিরিজে বিরাট কোহলি আবারও প্রমাণ করে দিলেন, তাঁকে ২০২৭ বিশ্বকাপের হিসাবের বাইরে রাখার কোনও সুযোগ নেই। রান তাড়া করার সময় কোহলি যে কতটা ভয়ঙ্কর, তা তিনি ফের মনে করিয়ে দিলেন। ৩৭ বছর বয়সেও চেজ মাস্টার হিসেবে তাঁর কোনও বিকল্প ভারতীয় দলে নেই। এই মানসিক দৃঢ়তা এবং চাপ সামলানোর ক্ষমতা অন্যদের থাকলেও, কোহলির মধ্যে তা অনেক বেশি স্পষ্ট। অন্য দিকে, নিউ জ্লিল্যান্ডের জয়ের নায়ক ড্যারিল মিচেল। ভারতের মাটি যেন তাঁর কাছে ক্রমশ পয়া হয়ে

উঠছে। তিন ম্যাচের সিরিজে তিনি ছিলেন কিউয়ি ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। প্রথম ম্যাচে অল্পের জন্য শতরান মিস করলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে সেই ভুল আর করেননি। ২০২৩ বিশ্বকাপেও ভারতের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচে দু'টি শতরান করেছিলেন মিচেল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিউ জ্লিল্যান্ডের 'ক্রাইসিস ম্যান' হয়ে উঠেছেন। দল বিপদে পড়লেই দায়িত্ব নেন তিনি। ইন্দোরেও সাত বলের মধ্যে দুই ওপেনার হারানোর পর উইল ইয়ংয়ের সঙ্গে ইনিংস গড়ে তোলেন, পরে গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে তিনশোর গণ্ডি পার করান। স্পিন ও পেস;দু'ধরনের বোলিংই সমান স্বচ্ছন্দে খেলেছেন তিনি। ভারতের দিক থেকে আর এক চিন্তার নাম রোহিত শর্মা। আগের বিশ্বকাপগুলোতে ওপেন করতে নেমে তাঁর আগ্রাসী শুরু দলকে ভিত দিত। এখন শুভমন গিলের হাতে অধিনায়কত্ব যাওয়ার পর তাঁর ব্যাটিংয়ে কিছুটা সংযম দেখা যাচ্ছে। শেষ ছ'টি ম্যাচে দু'টি অর্ধশতরান থাকলেও স্ট্রাইক রেট ঘোরাফেরা করছে একশোর আশেপাশে। এই পরিবর্তন কতটা ভারতের পক্ষে লাভজনক, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়েই নতুন করে ভাবতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে।

বিসিবির সব প্রস্তাবই নাকচ আইসিসির! দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ততই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মধ্যে সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিজেদের অবস্থানে অনড় বিসিবি এখনও পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনও ভাবেই ভারতে এসে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে রাজি নয়। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগকেই প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরছে বাংলাদেশ বোর্ড।

এই জট কাটাতে বিসিবির তরফে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে গ্রুপ বদল করা হোক। শনিবার ঢাকায় বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন আইসিসির দুই শীর্ষ কর্তা। সেই বৈঠকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বোর্ড চিন্তিত এবং সে কারণে দল পাঠানো সম্ভব নয়। বিকল্প হিসেবে আইসিসির কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, বাংলাদেশকে অন্য গ্রুপে খেলানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।

বর্তমানে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ সি-তে রয়েছে। সেই গ্রুপে তাদের সঙ্গে আছে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইটালি। সূত্রের খবর, বিসিবি চাইছে গ্রুপ বি-তে থাকা আয়ারল্যান্ডের জায়গায় বাংলাদেশকে পাঠানো হোক। আর আয়ারল্যান্ডকে রাখা হোক গ্রুপ সি-তে। গ্রুপ বি-তে ইতিমধ্যেই রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, ওমান ও আয়ারল্যান্ড।

বাংলাদেশের দাবি, এই রদবদল করলে সূচিতে খুব বেশি পরিবর্তন করতে হবে না। তবে আইসিসি এখনও পর্যন্ত এই প্রস্তাব নিয়ে কোনও সরকারিভাবে প্রতিক্রিয়া দেয়নি। বরং সংস্থার অন্দরমহলে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, গ্রুপ বদলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আরও সাতটি দলের সম্মতি প্রয়োজন, যা পাওয়া সহজ নয়।

আইসিসির ধারণা, এমন সিদ্ধান্ত নিলে বড় ধরনের লজিস্টিক্যাল সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, আয়ারল্যান্ডও গ্রুপ বদলের বিষয়ে একেবারেই রাজি নয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যা, তাতে বাংলাদেশের প্রস্তাব ফের প্রত্যাখ্যান করার দিকেই এগোচ্ছে আইসিসি। আগামী সপ্তাহেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

হোঁচট খেলেও দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গে ব্যবধান বাড়াল আর্সেনাল

ম্যানচেস্টার,১৮ জানুয়ারি: শনিবারই ম্যানচেস্টার সিটি হেরে যাওয়ায় দারুণ এক সুযোগ এসেছিল আর্সেনালের সামনে। ৯ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করতে পারত তারা। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারল না।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রাতের ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েও, ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করেছে মিকেল আর্তেতার দল নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে। এই নিয়ে লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট হারাল আর্সেনাল। আগের ম্যাচে লিভারপুলের সঙ্গেও গোলশূন্য ড্র করেছিল তারা। ২২ ম্যাচে ১৫ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল।

দিনের প্রথম ম্যাচে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হেরে যাওয়া ম্যানচেস্টার সিটি ২২ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়েই তৃতীয় স্থানে অ্যাস্টন ভিলা, তবে একটি ম্যাচ অবশ্য কম খেলেছে দলটি। এদিকে বার্নলির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করা লিভারপুল ২২ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে চার নম্বরে। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তাদের পরেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

নবারুণ সংঘের সফল ক্রিকেট আয়োজন

হাজারো দর্শকের উপস্থিতিতে বাগনানে সেরা সাঁতরাগাছি ওয়ারিয়র্স

শম্ভুনাথ ভৌমিক

নবারুণ সংঘের ৮ দলীয় নক-আউট ক্রিকেটে খেতাব জিতল সাঁতরাগাছি ওয়ারিয়র্স। রবিবার বাগনানে ১২ ওভারের হাই-ভোল্টেজ ফাইনালে তারা পরাজিত করে হাওড়া সানফ্লাওয়ারকে। উদ্যোক্তা শুভজিৎ চক্রবর্তী জানান, আগামীতে টুর্নামেন্টটি আরও বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে। শীতের সকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো এই বর্ণাঢ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অন্যতম

উদ্যোক্তা শুভজিৎ চক্রবর্তী জানান ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চান তারা।

eTender notice of Balijuri GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Balijuri GP invited eTender of 8(Eight) Schemes of 15TH FC Tied and Untied vide NIT No-11/GGP/25-26 DATED.05.01.2026
1(One) Schemes of APAS vide NIT No-12/GGP/25-26 DATED.05.01.2026
Bid Closes: Follow Website
For details pls visit http://wbtenders.gov.in
or GP Office notice board.
Sd/- Prodhan
Balijuri Gram Panchayet

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under. following tender(NIeT) No:-34/EN/SB/2025-2026(APAS-2025-26)(Sl No 01 to 14) Dated:-16/01/2026. The last date of online submission of tender is 23/01/2026 upto 14:00 hours. For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer Sagardighi, Murshidabad

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum
Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 7(Seven) Schemes of 15TH FC Tied and Untied vide NIT No-09/GGP/25-26 DATED.15.01.2026
Bid Closes: Follow Website
For details pls visit http://wbtenders.gov.in
or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
SFDCL invites e-tender from eligible bidder regarding Supply of Single Super Phosphate, Mohua Oil cake. Details of which are appended below:– NIT Details: SFDC/MD/NIT/ Inland/2025-26 /53(e) to 56(e).Bid submission start date19.01.2026, Bid submission end date. 28.01.2026
For details visit wbtenders.gov.in.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

CORRIGENDUM NOTICE
e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-8 of 2025-26
Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-8 of 2025-26 for (Laboratory Equipments).** NIeT bid submission end date (online) has been extendd upto **23.01.2026 up to 09.00 A.M.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/-
Principal
Nistarini College
Purulia, WB

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE
No. 41/25-26/FCXV/T Dated 17.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **05.02.2026 up to 12.0 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender (2nd Call)
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow :
E-NIT No.718/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977646_2,
E-NIT No.721/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977659_2,
E-NIT No.722/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977662_2,
E-NIT No.723/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977665_2,
E-NIT No.724/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977668_2,
E-NIT No.726/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977675_2,
E-NIT No.727/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977680_2.
Last date of Bid Submission : **31.01.2026 at 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

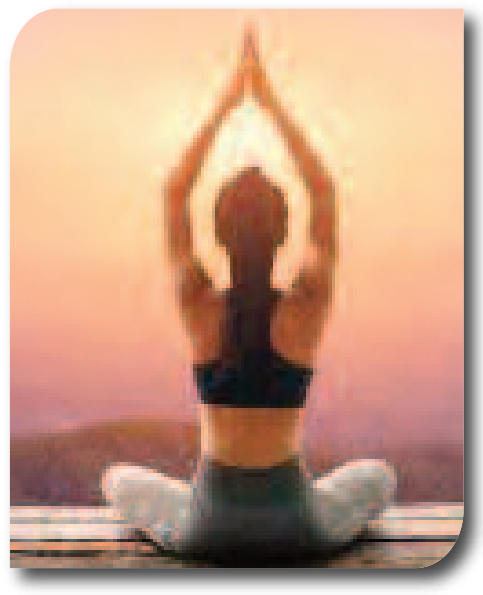

সারা বছর শরীর চাঙ্গা রাখার কৌশল

ফিট থাকা শুধু কিছুদিনের প্রচেষ্টা নয়, শরীরকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত সুঅভ্যাস ও সঠিক জীবনযাপন। কিছু ছোট পরিবর্তনও দীর্ঘমেয়াদে শরীর ও মনের জন্য উপকারী হতে পারে। আসলে সুস্থতার জন্য কঠোর ডায়েট বা ব্যায়ামের চেয়েও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকদের মতে, বেশ কয়েকটি অভ্যাস রপ্ত করলে বছরভর স্বাস্থ্য ভাল রাখা সম্ভব।

১. সুষম খাবার খানঃ প্রতিদিনের খাবারে রাখুন প্রচুর শাকসবজি, ফল, দানাশস্য, ডাল ও দুগ্ধজাত খাবার। এগুলো শরীরে এনার্জি জোগায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং হজম ক্ষমতা ঠিক রাখে। একইসঙ্গে প্রসেসড, তেলযুক্ত বা অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা জরুরি।

২. পর্যাপ্ত জল পান করুনঃ শরীরের প্রতিটি কোষ ঠিকমতো কাজ করতে জল প্রয়োজন। দিনে অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করুন। জল শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে, হজম ক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক সতেজ রাখে।

৩. নিয়মিত শারীরিকভাবে সচল থাকুনঃ প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, হালকা ব্যায়াম বা যোগাভ্যাস করুন। দীর্ঘসময় বসে কাজ করলে মাঝে মাঝে উঠে হাঁটুন বা স্ট্রেচ করুন। শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে, হৃদযন্ত্র ভাল রাখে এবং এনার্জি বাড়ায়।

৪. মনোযোগ দিয়ে ধীরে খানঃ খাবার খেতে সময় নিন, দ্রুত না খেয়ে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খান। এতে খাবার ভালভাবে হজম হয় এবং অতিরিক্ত খাওয়ার ঝুঁকি কমে।

৫. পর্যাপ্ত ঘুমানঃ সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি। ঘুম শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করে, হরমোনের ভারসাম্য ঠিক রাখে এবং মানসিক চাপ কমায়।

৬. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুনঃ ধ্যান, হালকা যোগাভ্যাস বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। মানসিক শান্তি শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ঠিক রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৭. প্রযুক্তি থেকে বিরতি নিনঃ দীর্ঘ সময় মোবাইল, কম্পিউটার বা টিভি ব্যবহার চোখে চাপ, ঘুমের ব্যাঘাত ও মানসিক চাপ বাড়ায়। মাঝে মাঝে স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন।

৮. শরীরের সংকেত শোনার অভ্যাস করুনঃ যদি ক্লান্তি বা ব্যথা অনুভব হয়, বিশ্রাম নিন। সমস্যা দেখা দিলে সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ঘরের আরামেই সুস্থতার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়ে উঠছে হেলথ প্লাস

কলকাতা: ২০২৬ সুস্থ হয়ে ওঠার পথে চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক স্বস্তিও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ;এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে কলকাতার হোম হেলথকেয়ার জগতে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে হেলথ প্লাস। পেশাদার চিকিৎসা পরিষেবা ও মানবিক যত্নের সমন্বয়ে সংস্থাটি এমন এক সেবার মডেল গড়ে তুলেছে, যেখানে বাড়িই হয়ে উঠছে আরোগ্যের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হেলথ প্লাস-এর পিছনে রয়েছেন মি. দেবাশিস রায়;ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্যখাতে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক পরিচিত নাম। হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়া পাওয়ার পর যে অনিশ্চয়তা ও অসুবিধার মুখে পরিবারগুলো পড়ে, সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাই হেলথ প্লাস-এর ভাবনাকে রূপ দিয়েছে।

অ্যাপোলো হাসপাতাল, ফোর্টিস হাসপাতাল, নারায়ণা হেলথ, AMRI ও CARE Hospitals-এর মতো একাধিক শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় মি. রায় কাছ থেকে দেখেছেন;হাসপাতাল পরবর্তী সময়ে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কতটা কঠিন হয়ে পড়ে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই ক্লিনিক্যাল শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব ও সহানুভূতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে হেলথ প্লাস।

বর্তমানে সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী। কলকাতার চিকিৎসা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত একটি অভিজ্ঞ অ্যাডভাইজরি বোর্ড সংস্থাটির পথচলাকে আরও মজবুত করেছে। এই সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ফলেই হেলথ প্লাস বাড়িতে এমন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, যা নিরাপত্তা, গুণমান ও মর্যাদার দিক থেকে হাসপাতাল-মানের কাছাকাছি।

হেলথ প্লাস টাটা মেডিক্যাল সেন্টার কলকাতা, HCG ক্যান্সার সেন্টার, CMRI, বি.এম. বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার, ফোর্টিস হাসপাতাল ও ILS Hospitals-এর মতো স্বনামধন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

সংস্থাটির পরিষেবার পরিধি পোস্ট-হাসপাতাল কেয়ার থেকে শুরু করে বাড়িতে জটিল চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বিস্তৃত। চিকিৎসকের বাড়িতে আসা, টেলি-কনসালটেশন, ফিজিওথেরাপি, রিহ্যাবিলিটেশন, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষিত কেয়ারগিভার;সব মিলিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য সুস্থ হয়ে ওঠার পথটিকে সহজ করে তোলাই মূল লক্ষ্য।

নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে মি. দেবাশিস রায় বলেন, 'আমাদের কাছে সাফল্য মানে সংখ্যা নয়। রোগীর মুখে ফেরা হাসি আর পরিবারের স্বস্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বাড়িতে জটিল চিকিৎসা পরিচালনার প্রতিটি গল্প আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা।'

চেয়ারপার্সন ডা. রূপালি বসু মনে করেন, 'ভালো চিকিৎসা শুধু প্রযুক্তিনির্ভর নয়। বিশ্বাস, সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতাই গুণগত স্বাস্থ্যসেবার মূল ভিত্তি।' সহমর্মিতা, সততা ও সম্মানের মতো মূল্যবোধকে সঙ্গী করে হেলথ প্লাস ভবিষ্যতেও নির্ভরযোগ্য হোম হেলথকেয়ার পরিষেবা পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাড়িভিত্তিক চিকিৎসার চাহিদা বাড়তে থাকায়, সংস্থাটি আগামী দিনে টিয়ার-২ শহরগুলিতে পরিষেবা বিস্তারের পরিকল্পনাও করছে;যাতে আরও বেশি পরিবার প্রয়োজনের সময় পেশাদার স্বাস্থ্যসেবার পাশে থাকতে পারে।

বিশ্ব কুষ্ঠদিবস উদযাপন এবং আমাদের ভূমিকা

ডাঃ শামসুল হক

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার সমগ্র বিশ্ব জুড়েই প্রতিপালিত হয় বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস উদযাপন। আর সেই রোগটাকে অতি সযত্নেই এড়িয়ে চলার প্রয়োজনে আমাদের সকলের ই উচিত সেই দিনটার কথা মনে রাখা এবং দিবস পালনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করাও । কারণ আমরা সকলেই জানি যে, কুষ্ঠ হল এমনই একটা মারাত্মক ব্যাধি যা এখনও পর্যন্ত কার ও কাছে তেমন একটা স্বস্তিদায়ক রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এতে প্রাণহানির তেমন একটা ভয় না থাকলেও নিশ্চিতভাবে আছে অনেক ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার ও । আবার আক্রান্ত সেই মানুষটির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলার জন্য ও সদা সচেতন আমরা । রোগীকে ছুঁলে বা তার এঁটো খাবার খেলে কিংবা তার সঙ্গে বসবাস করলে সেই মানুষটাও যে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন সেই একই রোগে এটা নিয়েও ভাবিত আমরা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কুষ্ঠ হল জীবাণুঘটিত এমন একটা রোগ যা প্রয়োজনে ভয়াবহ ও হয়ে উঠতে পারে। এই রোগের জন্য মূলত দায়ী করা হয়ে থাকে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল লেপ্রি নামক একটা জীবাণুই। নর ওয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার জি . হ্যানস্যাম এই রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তার জীবাণুও আবিষ্কার করেন। বের করেন রোগমুক্তির উপায়ও।

এই রোগে দেহের চামড়া এবং চামড়া সংলগ্ন স্নায়ুকে আক্রমণ করেই শুরু করে তার বিস্তার ও । আর এই রোগ এমনই অতর্কিতে একজন মানুষকে আক্রান্ত করে ফেলে যে সহসা সেটা কেউ টের ও পান না। প্রাথমিকভাবে চামড়ার উপর কেবল হালকা বাদামি রঙের একটা দাগ দেখা যায় মাত্র। মোটামুটিভাবে সেটাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনার চেষ্টা করেন না। কিন্তু তা করলে কি হবে, ক্ষতি যেটুকু হ ওয়ার তা তো হয়েই যায়।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু একজন মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর সাধারণত পনের দিন পর থেকে তার বংশ বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে দুই, তিন প্রয়োজনে পাঁচ বছর পর। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বিলম্বেই ঘটে তার প্রকাশ। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থ চামড়ার উপর হালকা বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে তা একটু বিবর্ণ হলেও ধীরে ধীরেই সে তার আসল রূপটাও প্রকাশ করে। তখন সেইসব জায়গায় লাল রঙের চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। অনেক সময় সেটা আবার ফুলেও যায়। তখন বিলম্ব না করে অতি অবশ্যই নিতে হবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও।

আমাদের দেশে কুষ্ঠ হল একটা আঞ্চলিক সমস্যা। এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া , মায়ানমার ইত্যাদি দেশেও । আর তা থেকে দূরে থাকতে হলে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে সব ধরণের অজ্ঞাতাকেও। খোলা রাখতে হবে চোখ কান ও । মনে রাখতে হবে যে, এই রোগকে অতি সাধারণ একটা রোগ হিসেবে গণ্য করাও চলবে না।করণ কেবলমাত্র সুচিকিৎসার ই অভাবে দেখা দিতে পারে পঙ্গুত্ব ও । শুধু তাই নয়, কুষ্ঠ রোগ মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের বাইরের দিকের স্নায়ুর, ত্বকের ক্ষতিও করতে পারে।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জিন ও অনেক সময় আবার সংক্রমণের জন্য দায়ীও হয়ে থাকে। তাই সতর্ক থাকতে হবে সেই ব্যাপারেও। এই রোগকে মানব সভ্যতার অতি প্রাচীনতম একটা ব্যধি হেসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। চার হাজার বছর আগের ইতিহাসেও আছে তার বিবরণ। এর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রাম করে চলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য আরও অনেক দেশও । তাই অতি আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হচ্ছে বিশেষ সেই দিনটাকেও।

এই রোগকে নিয়ে কালে কালে অনেক গুণীজনরাও চালিয়েছিলেন তাঁদের নিরলস গবেষণাকর্ম। ১৯৬০ সালে মার্কিন চিকিৎসক জন শেফার্ড ইঁদুরের দেহে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু প্রয়োগ করে তার বিস্তারের কারণ এবং ঔষধ ও আবিষ্কার করেন। এই চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত মাল্টি ড্রাগ থেরাপি এই আবিষ্কারের ই ফলাফল হিসেবে পাওয়া। ১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার অনুমোদন ও প্রদান করে ।

মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এহেন আশঙ্কার ঢেউ একটা সময় বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্ বিশ্বজুড়েই। তাই ১৮৭৪ সালে উইলেসি বাইলি নামক একজন আইরিশ চিকিৎসক দ্য লেপ্রসি মিশন নামক একটা সংস্থাও গড়ে তোলেন সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করার ই উদ্দেশ্যে। পরে ঠিক একই ধরণের আরও একটা প্রতিষ্টান গড়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়াতেও।

কুষ্ট রোগীদের সেবার জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও সবরমতী আশ্রমে ব্যয় করেছেন তাঁর নিজের জীবনের অনেকটা সময় ও। আর স্মৃতি রক্ষার্থেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে প্রতি বছর ৩০ শে জানুয়ারি বা তার কাছাকাছি রবিবারই কুষ্ট দিবস উদযাপনের জন্য নির্ধারিতও করা হয়।

ছোট বড় সব বয়সী মানুষজনদেরই আক্রমণ করতে পারে এই রোগ। বাচ্চাদের মধ্যে চার থেকে শুরু করে পনের বছর বয়সীরা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে মধ্যবয়স্ক থেকে একেবারে বৃদ্ধবস্থা পর্যন্ত, যে কেউই যে কোন সময় ই হতে পারেন এর শিকার। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের তুলনায় পুরুষরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন, এই রোগের বাড়বৃদ্ধির জন্য কিন্তু দায়ী আমরা নিজেরাও। উদাসীনতা তো আছেই , তার সঙ্গে আবার আছে সচেতনতার অভাবও। তাই বিশ্ব কুষ্টদিবস যাতে সার্থক ও সম্পন্ন হয়ে ওঠে সেইদিকেই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।

বারাসাতে নতুন ফার্টিলিটি ক্লিনিক উদ্বোধনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিতি আরও বিস্তৃত করল ইন্দিরা আইভিএফ

বারাসাত: ইন্দিরা আইভিএফ হসপিটাল লিমিটেড বারাসাতে তাদের নতুন ফার্টিলিটি ক্লিনিকের উদ্বোধনের ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে তাদের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হলো এবং উত্তর কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বন্ধ্যাত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হলো। ২য় তলা, পি. এম. টাওয়ার, যশোর রোড, পি সি চন্দ্র জুয়েলার্সের বিপরীতে, ডাকবাংলো মোড়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা;এই ঠিকানায় অবস্থিত কেন্দ্রটি ইন্দিরা আইভিএফ-এর মানসম্মত ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার সহায়তায় বন্ধ্যাত্ব ও আইভিএফ সংক্রান্ত বিস্তৃত পরিষেবা প্রদান করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুনীল মুখার্জি, চেয়ারম্যান, বারাসাত পৌরসভা এবং অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল (স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন বিভাগ), বারাসাত পৌরসভা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ডা. আকাঙ্ক্ষা জাঙ্গিড, জোনাল বিজনেস ডিরেক্টর ও সেন্টার হেড, ইন্দিরা আইভিএফ কলকাতা; ডা. সুকান্ত দাস, এমবিবিএস, এমএস (গাইনোকোলজি), এফএমএএস, ডিএমএএস; ডা. প্রিয়ম বিশ্বাস, এমবিবিএস, এমএস (অবস্টেট্রিক্স ও গাইনোকোলজি), এফএমএএস, ডিএমএএস, এমটিএলজিএস, ফেলোশিপ ইন অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি (বন্ধ্যাত্ব); এবং প্রণব ঘোষ, ডিরেক্টর, কিডনি সুরক্ষা হাসপাতাল, বারাসাত। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডা. রুম্পা মজুমদার, কনসালট্যান্ট গাইনোকোলজিস্ট ও আইভিএফ বিশেষজ্ঞ এবং সেন্টার হেড, ইন্দিরা আইভিএফ বারাসাত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী সুনীল মুখার্জি বলেন, 'স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বারাসাতে ইন্দিরা আইভিএফ-এর সূচনা পরিবারগুলোর আরও কাছে সংগঠিত বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা পৌঁছে দেবে এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে সময়োপযোগী চিকিৎসা সহায়তার গুরুত্বকে তুলে ধরবে।'

অভিজিৎ নাগ চৌধুরী বলেন, 'বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় সচেতনতা ও চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দিরা আইভিএফ-এর মতো একটি কেন্দ্রের উপস্থিতি দ্রুত পরামর্শ গ্রহণ ও তথ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য সিদ্ধান্তে মানুষকে উৎসাহিত করবে।'

ইন্দিরা আইভিএফ-এর সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিতিজ মুর্দিয়া বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য বরাবরই বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসাকে সহজলভ্য, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত করা। বারাসাত কেন্দ্র সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন, যেখানে আরও বেশি পরিবার প্রমাণভিত্তিক ও রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা পাবেন।'

ডা. আকাঙ্ক্ষা জাঙ্গিড বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি কেন্দ্রে একরকম ক্লিনিক্যাল মান বজায় রেখে স্থানীয় রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান করা। বারাসাত কেন্দ্র এমন একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলবে, যেখানে বিজ্ঞান ও রোগী-শিক্ষা একসঙ্গে কাজ করবে।'

ডা. সুকান্ত দাস বলেন, 'বারাসাতে একটি নিবেদিত ফার্টিলিটি সেন্টার থাকায় রোগীদের আর দূরে যাতায়াত করতে হবে না। এতে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং সময়মতো হস্তক্ষেপ সম্ভব হবে।'

ডা. প্রিয়ম বিশ্বাস বলেন, 'বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় চিকিৎসাগত নিখুঁততা ও সংবেদনশীলতার ভারসাম্য প্রয়োজন। এই ধরনের একটি কেন্দ্র রোগীদের পরিচিত পরিবেশে কাঠামোবদ্ধ চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ করে দেবে।'

প্রণব ঘোষ বলেন, 'স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ একটি অঞ্চলের সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে। বারাসাতে ইন্দিরা আইভিএফ-এর উপস্থিতি সমাজের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।'

ডা. রুম্পা মজুমদার বলেন, 'আমাদের দল স্বচ্ছতা ও সহমর্মিতার সঙ্গে রোগীদের বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার প্রতিটি ধাপে পথ দেখাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বারাসাত কেন্দ্র মানসম্মত চিকিৎসা ও স্পষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাস গড়ে তুলতে চায়।'

এই উদ্বোধনের মাধ্যমে ইন্দিরা আইভিএফ ভারতের জুড়ে তাদের উপস্থিতি আরও বিস্তৃত করল। বর্তমানে সংস্থার ১৬৯টি ক্লিনিক রয়েছে। বারাসাত কেন্দ্রটি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বন্ধ্যাত্বের জন্য সম্পূর্ণ ফার্টিলিটি ও সহায়ক প্রজনন পরিষেবা প্রদান করবে, যেখানে মানসম্মত ল্যাবরেটরি পদ্ধতি, ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড ও রোগী সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহৃত হবে।

ইন্দিরা আইভিএফ হসপিটাল লিমিটেড সম্পর্কে ইন্দিরা আইভিএফ হসপিটাল লিমিটেড পুরুষ ও মহিলা বন্ধ্যাত্বের জন্য বিস্তৃত ফার্টিলিটি ও সহায়ক প্রজনন পরিষেবা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে ইনট্রাউটেরাইন ইনসেমিনেশন (IUI), ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF) পদ্ধতি (ICSI সহ), ফার্টিলিটি বৃদ্ধিকারী সার্জারি, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ডোনার প্রোগ্রাম, শুক্রাণু/ডিম্বাণু/ভ্রূণ সংরক্ষণ, বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি ও বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ওষুধ।

ইন্দিরা আইভিএফ-এর কার্যদর্শন তিনটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে; সচেতনতা, সহজলভ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা।

রোগীদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ প্রদানের জন্য ইন্দিরা আইভিএফ ক্লোজড ওয়ার্কিং চেম্বার, RFID ট্র্যাকিং এবং ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড (EMR)-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। পাশাপাশি, সংস্থাটি প্রজনন চিকিৎসায় বিনিয়োগ করে ন্যাশনাল বোর্ড অব এডুকেশন অনুমোদিত ফেলোশিপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে এবং ইন্দিরা ফার্টিলিটি অ্যাকাডেমির মাধ্যমে চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ এমব্রায়োলজিস্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ইন্দিরা আইভিএফ তাদের ক্লিনিক নেটওয়ার্ক জুড়ে ধারাবাহিকতা ও সহজলভ্যতার উপর জোর দেয়, যাতে প্রতিটি রোগী সমানভাবে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পান। আরও তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.indiraivf.com